চিত্ত-মুকুর।

পদ্য গ্রন্থ।

কলিকাতা

৪৪ নং, বেণিয়াটোলা লেন

রায়যন্ত্রে

শ্রীআশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮৫।

সূচীপত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয়।

আর্য্য !

সংসারে যদি কাহাকেও দেবতুল্য ভাবিয়া থাকি তবে সে আপনি—যদি সদ্‌গুনের পক্ষপাতী হইয়া কাহাকেও অবনত হৃদয়ে পূজা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে সেও আপনি—উন্নত প্রকৃতি দেখিয়া যদি কাহারো পদাবনত হইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে সেও আপনি। প্রথমত,অগ্রজ বলিয়া চিত্ত-মুকুর আপনারই অর্চ্চনার উপকরণ; দ্বিতীয়ত, যে মহাত্মা এত সদগুণে বিভূষিত তিনিও উপাস্য। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্ত-মুকুর আপনাকেই অর্পণ করিলাম; কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি আছে চিত্তমুকুরের প্রতি সেই স্নেহদৃষ্টি থাকিলে আর একটী নূতন সুখে সুখী হইব।

আপনার স্নেহের

শ্রীঃ—
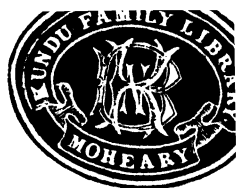
বিজ্ঞাপন।

সকল গ্রন্থেরি এক এক উদ্দেশ্য আছে; হয় শিক্ষা, নয় আমোদ। কাব্যের যে উদ্দেশ্য শিক্ষা সে অতি মহৎ সন্দেহ্ নাই, কিন্তু কাব্য মাত্রেই যে শিক্ষক হইতে হইবে তাহাও নহে অনেকানেক প্রসিদ্ধ কাব্যের উদ্দেশ্যও আমোদ। যাঁহারা শিক্ষকতার জন্য কাব্য লিখেন যশঃ তাঁহাদের গৌন উদ্দেশ্য যাঁহারা সাধারণ বা, নিজের আমোদের জন্য কাব্য লিখেন আমোদই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। চিত্তমুকুর লেখকের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষকতা বা যশ-প্রত্যাশা দুই আশাতীত। চিত্তমুকুরের উদ্দেশ্য ইহার নামেই স্পষ্ট প্রকটিত রহিয়াছে। কবিতা রচনায় গ্রন্থকারের আশৈশব আমোদ বাল্যাবস্থা হইতেই বনের ফুল, জলের ঢেউ, আকাশের দামিনী ইত্যাদি বস্তু দেখিয়া গ্রন্থকারের হৃদয় নাচিয়া উঠিত এবং অবসর পাইলেই সেই হৃদয় উচ্ছাশ গুলি, সুধু তাহাই কেন স্নেহ, আশা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ ও ভয় প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি গুলি কবিতায় প্রকটিত করিয়া নিজেই আমোদ অনুভব করিত।

চিত্তমুকুরের অধিকাংশ কবিতাই হয় বন্ধুবর্গের অনুরোধে নয় গ্রন্থকারের নিজের আমোদের জন্য লিখিত হয়; এবং ইহার অনেক গুলি কবিতা বন্ধুবর্গের অনুরোধে ইতি পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেট ও বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার কোন কবিতাই লিখিত হয় নাই। বন্ধুবর্গের প্রশংসাবাদে—এ প্রশংসা তাঁহাদের স্নেহবশতই হউক কিম্বা উৎসাহ দিবার জন্যই হউক—গ্রন্থকার সাধারণ সমীপে কবিতা গুলি প্রকাশ করিতে সাহসী হইল। যখন সাধারণের নিকট গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দিতে হইতেছে তখন যশের কথাটি সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গীয় কবির যশ বড় দুর্লভ, বিশেষ যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ও মধু সুদন দত্ত প্রভৃতি মহাত্মারা কবিতার কুহক ছড়াইয়া গিয়াছেন, সে সাহিত্য ক্ষেত্রে এ গ্রন্থকারের যশের আশা কতটুকু! পাছে সমালোচক দিগের লেখনি প্রহারে চিরকলঙ্কিত হইতে হয় গ্রন্থকারের সেইটিই প্রধান ভয়, কিন্তু লোকে যাহাই বলুক চিত্তের স্বাভাবিক গতি দুর্দ্দমনীয়া।

কেহ যদি গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করেন যে "পাঠক দিগকে এ নরক যন্ত্রনা দেওয়া কেন," গ্রন্থকার তাঁহাকে এই উত্তর করিবে যে ইহা তাহার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। চিত্রমুকুর সম্বন্ধে গ্রন্থকারের আর অধিক বক্তব্য নাই কেবল এই পর্য্যন্ত যে চিত্তমুকুর তাহার প্রথম উদ্যম।

উপসংহার কালে শ্রদ্ধাস্পদ বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ ও প্রসিদ্ধ কবি বাবু নবীন চন্দ্র সেনকে ধন্যবাদ না দিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। চিত্তমুকুরের যদি কিছু সম্পত্তি থাকে তবে তাহা তাঁহাদেরই উৎসাহে ইহার অধিক আর বলিবার নাই।

গ্রন্থকারস্য

ঢাকা

বান্ধব কার্য্যালয়

২০ জুলাই ১৮৭৬।

প্রিয় * * বাবু!—

যদি অপাত্রে অনুগ্রহ করিয়া পরিক্লান্ত হন, তবে আমায় আর স্মরণ করিবেন না; আর যদি এই অহেতুকী শ্রদ্ধাই আপনার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি হয়, তবে আশা করিতে পারি চির দিনই এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

আপনার অকালকোকিল আমার নিকট রহিয়াছে। আপনাকে বলা বাহুল্য যে আপনার লেখায় যেমন একটু তান আছে, তাহা আমি বড় ভাল বাসি। আপনি একবার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক বান্ধবে একটি দীর্ঘ কবিতা দিবেন। ঐ রূপ কবিতা না হইলে আপনার সমুচিত বিকাশ হইবে না। অকালকোকিলের মত আরও দুটি কবিতা আমি উপহার পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি জঘন্য আর একটি উৎকৃষ্ট, কিন্তু আপনার অকাল কোকিলের নিকট হীনপ্রভ হইবে। যখন মুদ্রিত করি, তখন দুইটিই একসঙ্গে মুদ্রিত করিব কি না ভাবিতেছি।

আপনি যে কয়টি নূতন গ্রাহকের নাম দিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট বান্ধব পাঠান হইয়াছে।

আপনার শারীরিক মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবেন।

একান্ত আপনার

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পুরী—সমুদ্র তীর।

প্রিয় * * * ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৮।

বঙ্গদেশে গ্রন্থকারের অভাব থাকুক আর না থাকুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমালোচকের অভাব নাই। বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্বে ক্ষণ জন্মা সম্পাদক হইতে ঐ "আড্‌ডা বিহারিণী পত্রিকার" সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলই সমালোচক। অতএব তুমি যদি তোমার কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক তবে প্রকাশের পূর্ব্বে আমার কি অন্য কাহারো মত জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তোমার কবিতাগুলিতে "যুক্তাক্ষর ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইত্যাদি অক্ষরের অধিক প্রণয়" আছে কি না আমার স্মরণ নাই। সে দিন মাত্র একজন সমালোচক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "সুকবিজনোচিত রচনাতে এরূপ প্রণয় অমার্জ্জনীয়।" এমত অবস্থায় তোমার কবিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া কেন আমি তীব্র কটাক্ষ ভাজন হইতে যাইব?

তবে একটী কথা বোধ হয় বলিতে পারি। তোমার যে সকল কবিতা আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি—যুক্তাক্ষর থাকিলেও তাহাদের কবিত্বে এবং লালিত্বে আমি মোহিত হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইয়াছিল যেন কবিতা স্রোতের ন্যায় বহিয়া গিয়াছে, কোন স্থানে কষ্ট কল্পনার চিহ্ন নাই, বরং স্মরণ হয় স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তির সুন্দর বিকাশ দেখিয়াছিলাম। বড় সুখের হইত যদি তোমার সুললিত আবৃত্তি শক্তি এ কবিতার সঙ্গে প্রকাশ করিতে পারিতে।

তোমার বন্ধুতাভিলাষী,

নবীন।

প্রিয় * * * বাবু !

আপনার পত্র পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। পত্র মধ্যে ** মূল্যের যে টিকিট ছিল, তাহা বান্ধব আফিশে জমা করিয়া নিয়াছে।

আপনি শিবজীর বিষয় আপাততঃ লিখিবেন না। সকলেই শিবজীর নাম গাহিয়া থাকেন; সুতরাং শিবজীর নামে নূতনত্ব থাকিবে না। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া করেন, তবে পৃথুরাজের শ্বশ্রূপতি বীরচূড়ামণি সমরশায়ীকে অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ একটী কবিতা লিখুন; দুই তিন বারে প্রকাশ করিব। সমরশায়ীর বিষয় টড্ সাহেবের রাজস্থানে সবিস্তার পাইবেন। অথবা আমার বলা অধিকন্তু কারণ এ সকল কথা আমা অপেক্ষা আপনারা অবশ্যই অধিক জানেন। সমরশায়ী স্বদেশের হিতকামনা ঘোরতর সমরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া কাগ্‌নার নদীর তটে সমরশয্যায় শয়ান হন। যদি আপনি লিখেন তবে এই একটী কবিতাতেই যশঃস্বী হইবেন; পৃথুরাজের ভগিনীর সহিত সমরশায়ীর প্রেম, সমরসাহী স্বদেশবাৎসল্য, উগ্রতেজঃ রণনৈপুণ্য ইত্যাদি কথা ঐতিহাসিকের লেখনীতেই কবিতার কমনীয় কান্তি লাভ করিয়াছে;—কবির তুলিকায় উহা কিরূপ চিত্রিত হইবে তাহা স্মরণ করিতেই আমার হৃদয় উল্লাসিত হইয়া উঠে।

বান্ধবের প্রতি আপনার এবং সাহিত্য সমাজের যে সস্নেহ দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহা আমার আশার অতীত। ভরসা করি এ অনুগ্রহের স্রোতে শীঘ্রই ভাটা লাগিবে না।

আমি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে লিখি না সে লজ্জায় শিষ্টাচারের অনুরোধে রোজ মিথ্যা রোজ বলা যায় না। আর

"ভাল আছ" বলিয়া লিখিতেও আমার অধিকারনাই। এই তিন চারিমাস যাবৎ আমি বড়ই কাহিল আছি আজ একটুকু কালি একটুকু এই অবস্থা।

আপনি কেমন আছেন, লিখিয়া সুখি করিবেন। কোন দিন আপনি যখন সুকবি বলিয়া বঙ্গ সমাজে সমাদৃত হইবেন যশের ঢক্কা একদিনে বাজে না,—তখন বিলুপ্ত নামা বান্ধবকে স্মরণ হইবে কি?

একান্ত আপনার
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

চিত্ত-মুকুর।

কলঙ্কী জয়চন্দ্র।

১

কলঙ্কী নরের মন নরক সমান,
কি দরিদ্র কিবা রাজা দুই সমতুল ;
সাক্ষাতে উভয় চিত্তে আনন্দের ভাণ,
বিরলে জ্বলন্ত চিতা যন্ত্রণার মূল।
দিনেকের তরে কিম্বা ক্ষণেকের তরে,
কণামাত্র পাপ যদি পরশে কাহায়,
ভীষণ ভুজঙ্গ দন্তে যে বিষ উগরে,
সেই বিষ বহে সদা শিরায় শিরায় ;
বিস্মৃতি-সাগরে চিত্ত করিলে মগন,
নাহি পরিত্রাণ তবু দহিবে জীবন।

২

আনন্দপ্রবাহে যদি ভাষাও হৃদয়,
সদা কলকণ্ঠ যদি পরশে শ্রবণ,
সদা অপ্সরার রূপ নয়নে উদয়,
অজস্র পীযূষ যদি কর আস্বাদন,

তবু থামিবে না বিষ অন্তরে অন্তরে,
প্রত্যেক শিরায় উহা বিদ্যুতের প্রায়,
ছুটিবে উন্মত্ত-স্রোতে আজীবন তরে,
ঔষধ নাহিক বিশ্বে নিবাতে উহায়;
চিকিৎস্য করালদন্ত সর্পের দংশন,
অচিকিৎস্য হতভাগ্য পাপীর বেদন।

৩

ওই বসি বরাঙ্গনা সুরম্য ভবনে
ঢালিয়া নিবিড় কায় পালঙ্ক উপরে,
দুই খানি কাম-ধনু যুগল নয়নে,
চিরপূর্ণ তূণ বাঁধা বক্ষের উপরে ;
কেমন হাসিয়া তার নায়কের সনে
করিতেছে প্রেমালাপ—উহার অন্তরে
কি জ্বলন্ত শিখা আছে দেখিও গোপনে,
স্মরিয়া আপন পাপ আপনি শিহরে ;
সাগরের জলে যদি ডুবায় হৃদয়,
তথাপি উহার পাপ ধুইবার নয়।

৪

ওই পুনঃ বসি পাপী প্রেয়সির সনে
নিরখিছে নিষ্কলঙ্ক বদন তাহার,

নিরখিছে প্রেমপূর্ণ যুগল নয়নে,
শুনিতেছে প্রেমালাপ সুধার আধার ;
তথাপি দহিছে পাপ অভাগার মনে,
তবু নিরানন্দ চিত্ত হায়রে উহার,
বিগত পাপের স্রোত উথলি স্মরণে,
অনুতাপ বিন্ধে হৃদে শলা শত বার ;
নির্ম্মল সাধুর সুখ মুহূর্ত্তের তরে,
উদিবে না আজীবনে পাপীর অন্তরে।

৫

ওই নিরখিছ যারে স্বর্ণসিংহাসনে
শতরত্নে বিমণ্ডিত, ফুটিছে অধরে
কেমন মধুর হাসি—দেখিও নির্জ্জনে
কি জ্বলন্ত ব্যথা আছে উহার অন্তরে ;
কবে হরিয়াছে কার সতীত্ব রতন,
বধিয়াছে কিম্বা কবে জীবন কাহার,
সেই পাপময়ী চিন্তা করিয়া স্মরণ,
অনুতাপে সদা চিত্ত দহিবে উহার ;
জাগ্রতে স্মৃতির শিখা নিদ্রায় স্বপন
চন্দ্র সূর্য্য মত নিত্য দিবে দরশন।

৬

রাজা, রাজ্য—দুই শব্দ শুনিতে মধুর ;
কিন্তু কি যন্ত্রণা আছে এ চারি অক্ষরে
রাজা বিনা এ সংসারে বুঝে কয় জনে ?
উচ্চ শব্দে মুগ্ধ হয় যত মূঢ় নরে,
উন্নত প্রাসাদে বসি স্বর্ণসিংহাসনে
হতভাগ্য নরপতি যে সুখ না পায়,
পর্ণের কুটিরে কিম্বা তৃণের শয়নে
সামান্য ভিক্ষুক সদা ভুঞ্জিতেছে তায় ;
দেখিতে শুনিতে ভাল কেবল রাজন
সতত চিন্তায় তার আকুল জীবন।

৭

যেই রাজদণ্ড রহে নৃপতির করে,
সামান্য সুবর্ণপাতে হয়েছে গঠিত ;
অচেতন ধাতুমাত্র—উহার ভিতরে
ধর্ম্মের পবিত্র আত্মা রয়েছে স্থাপিত।
রাজামাত্রে রাজ দণ্ড করেছে ধারণ,
কিন্তু ক-জনের করে হয়েছে শোভিত ;
অধর্ম্মে করেছে যেই রাজ্যের শাসন,
রাজদণ্ড সদা তার হয়েছে কম্পিত।

ধার্ম্মিকের করে উহা ধর্ম্মেতে উজ্জ্বল,
অধার্ম্মিক করে শুধু সুবর্ণ কেবল।

৮

গভীর নিশিতে একা নির্জ্জন উদ্যানে,
দুরাচার জয়চন্দ্র করিছে ভ্রমণ ;
কি চিন্তা বিরাজে আজ অভাগার মনে,
চল লো কল্পনে ! মোরা করি দরশন।
নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসি খুলিতে হৃদয়,
শঙ্কিত ভাবিয়া ভিত্তি করিবে শ্রবণ ;
পালঙ্কে চাপিয়া বক্ষ ভাবিতেও ভয়,
পালঙ্ক বুঝিবে চিন্তা করিয়া স্মরণ
শিহরিছে স্থির তরু করি দরশন,
ভাবিছে উহার(ও) বুঝি আছয়ে শ্রবণ।

৯

"এই-ত চক্রান্ত শেষ কিন্তু পরিণাম,
ভাবিতে এখন কেন শরীর শিহরে ;
যে কৌশল সৃজিয়াছি নিজ মনস্কাম
নিশ্চয় সফল হবে, গর্ব্বিত পৃথুরে
রাখিব শৃঙ্খলে বাঁধি সিংহাসনতলে,
সৃজিব পাদুকা তার সুবর্ণ মুকুটে,

রাজ্ঞী তার রবে পরিচারিকা-মণ্ডলে,
প্রেয়সীর কাছে সদা রবে করপুটে;
এই বার চূর্ণ হবে গর্ব্ব পাপাত্মার,
কিন্তু কেন কাঁপিতেছে হৃদয় আমার?"

১০

"হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কঠোর বচনে,
উচ্চৈঃস্বরে যেন আত্মা করে তিরস্কার;
ফিরাইতে চাই মন—তীব্র আকর্ষণে,
যেন মন-সূত্র ধরি টানে পুনর্ব্বার।
'অধর্ম্ম—অধর্ম্ম' শুধু পশিছে শ্রবণে
কি অধর্ম্ম করিয়াছি না পারি বুঝিতে;
আঁধারে ভীষণ চিত্ত নিরখি নয়নে,
সতত যন্ত্রণা যেন উথলিছে চিতে,
অচেতন শীলা কিংবা তরু গুল্মচয়,
নিরখিলে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিময়।"

১১

"ভ্রাতৃদ্রোহী?—এই যদি অধরম হয়,
পাপাত্মার শাস্তি তবে কোথায় সংসারে?
গর্ব্বিতের দর্প তবে কিসে হবে ক্ষয়,
কে ঘুচাবে জগতের হেন অত্যাচারে?

প্রজার পাপের শাস্তি প্রদানে রাজায়,
রাজার পাপের শাস্তি দিবে কোন্ জন ?
রাজার উপরে রাজা দণ্ডিতে তাহায়,
আছে যদি তবে ইহা পাপ কি কারণ ?
অধার্ম্মিক হয় যদি গুরু আপনার,
নিশ্চয় দণ্ডিতে পাপ উচিত তাহার।"

১২

"বিনয়ে চাহিনু যবে স্বত্ব আপনার,
যে উত্তর করেছিল দুরাত্মা তখন ;
ধিক্ মোরে ! এখনো সে অধরে তাহার,
সেই জিহ্বা রহিয়াছে সর্পের মতন।
উচিত তখনি শাস্তি প্রদানিতে তার,
বুঝি না কেন যে হস্ত উঠেনি তখন ;
গরলের মত সেই বচন তাহার,
ভাসিতেছে চিত্তে মোর সদা সর্ব্বক্ষণ।
যত দিন অসম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা আমার,
দহিবে হৃদয় সদা গরলে তাহার।"

১৩

"পাষাণের বক্ষ আর ক্ষত্রিয় হৃদয়,
এক উপাদানে দুই হয়েছে গঠিত।

পাষাণে অস্ত্রের লেখা অনন্ত অক্ষয়,
অপমান ক্ষাত্র বক্ষে আজন্ম অঙ্কিত।
সমগ্র ভারত যদি হয় একত্তর,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম করিব সাধন।
শুকাবে সাগর কিংবা লুটাবে ভূধর,
প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল মম হবে না কখন।
ক্ষত্রিয়ের পণ আর লিপি বিধাতার,
ভবিতব্য দুই—দুই সম-দুর্নিবার।”

১৪

“রাজ-নীতি একমাত্র সহায় আমার,
শত্রুর নিধন অস্ত্র ইহায় গ্রথিত।
সূত্রে সূত্রে মিলাইয়া যদি একবার,
পারি নিক্ষেপিতে লক্ষ্য করি নিরূপিত ;
সমগ্র ভারত কিংবা সমগ্র ভূতল,
রোধে যদি তবু উহা অব্যর্থ সন্ধান,
আলোড়ি গগণ বক্ষঃ, সাগরের জল,
শক্তিশেল সম উহা বিন্ধিবে পরাণ।
সম্ভব নিষ্ফল হবে সহস্রের বল,
ব্যর্থ নাহি হবে কভু নীতির কৌশল।”

১৫

"নির্ব্বোধ যবন অন্ধ রতনের লোভে
ভাবিয়াছে দিব রত্ন খুলিয়া ভাণ্ডার,
দহিবে অন্তর তার পরিণামে ক্ষোভে
রিক্ত হস্তে একে একে হবে সিন্ধুপার।
মূর্খ নহে জয়চন্দ্র, তস্করের আশা
পূরাইবে শূন্য করি গৃহ আপনার ;
সিন্ধু লুটি বাড়িয়াছে বিষম পিপাসা
এই বার প্রতিফল পাইবে তাহার।
তাড়িত মার্জ্জার মত বসিয়া আফ্‌গানে,
হেরিবে সতৃষ্ণ নেত্রে ভারতের পানে।"

১৬

সহসা মর্ম্মর শব্দ পশিল শ্রবণে,
অমনি বিদ্যুৎ-বেগে ফিরায়ে নয়ন
নিরখিল চারিদিক্ শশঙ্কিত মনে,
ভাবিল যবন বুঝি করিছে শ্রবণ।
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস শেষে কহিল গম্ভীরে,
"কেন এত ভয় আজ হৃদয়ে আমার ?
জগৎ নিমগ্ন যেন সন্দেহের নীরে
প্রত্যেক ঝলকে ভীতি হয়েছে সঞ্চার।

কেমনে আমার সেই নির্ভয় হৃদয়,
হইল শিশুর মত সতত সভয় ?”

১৭

“মৃত্যু—দুর্নিবার তাহা, অদ্য কিংবা অন্যদিন
অবশ্য ঘটিবে, নাহি ভাবি তার তরে,
তবে কোন ত্রাসে চিত্ত আনন্দবিহীন,
কে সুহৃদ্ আছে হেন জিজ্ঞাসিব কারে ?
ইচ্ছা করে চিন্তা হতে যাই পালাইয়া
অথবা তুলিয়া ফেলি স্মৃতির দর্পণ,
কিংবা জন স্রোতে আত্ম-বিস্মৃতি লভিয়া,
বারেক শীতল করি অন্তর-বেদন।
নিবে যাও শশধর তারকানিকর,
সহিতে পারে না আলো আমার অন্তর।”

১৮

“সংসার ! কি ক্ষুদ্র তুমি নয়নে আমার,
জগৎ ! কি মরুময় আমার নয়নে !
প্রকৃতি কি বিষ-মাখা আকৃতি তোমার !
সম্পদ কি তুচ্ছতম আজ মম মনে !
স্নেহ মায়া প্রেম তোরা এত কি দুর্ব্বল
নাহি পার ফিরাইতে অভাগার মন ?

ক্ষত্রিয়ের প্রতিহিংসা এত কি প্রবল !
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত নাহি হয় মন !
না হয় পৃথুরে ক্ষমি রব মিত্র ভাবে,
কিন্তু অন্তরের জ্বালা তা'হলে কি যাবে ?

১৯

ভবিষ্যৎ তোর গর্ভে অভাগার তরে,
কি আছে সঞ্চিত খুলি বারেক দেখাও ;
অনিশ্চিততার তীব্র যন্ত্রণা অন্তরে,
পারি না সহিতে—কিম্বা দেখাইয়া দাও
নিরাপদ স্থান হেন নাহিক যেখানে—
চিন্তা ক্ষোভ আশা তৃষ্ণা, ত্যজিয়া সংসার
ত্যজি আত্ম পরিজন রত্ন-সিংহাসনে,
করিব নির্ম্মল মনে আত্মার সংস্কার।
সাগরের জলে রাজ্য হউক মগন,
থাকিব অনন্যচিত্তে মুদিয়া নয়ন।"

২০

"যদি সন্ধি ভঙ্গ করে সাহাব্ উদ্দীন,
আক্রমে কনোজ যদি করি প্রতারণা ;
শঠতায় যবনেরা সতত প্রবীণ,
তবেই ত সিদ্ধ হবে সকল কামনা।

হত-বল সৈন্য দল দিল্লীর সমরে
নারিবে রোধিতে উগ্র যবনের বল;
পাবক স্ফুলিঙ্গ মত পশিয়া নগরে,
ধন প্রাণ ক্ষত্রিয়ের হরিবে সকল।
বারেক যবন সেনা প্রেবেশে যে স্থান,
দগ্ধ করি গৃহ দ্বার করয়ে শ্মশান।”

২১

“এই শিরঃ যাহে আজ শোভিছে রতন,
যবন দাসত্বভারে হবে অবনত;
এই হস্ত রাজ-দণ্ড করিয়া ধারণ,
পূজিতে যবন পদ হবে নিয়োজিত;
বলয়ের পরিবর্ত্তে শোভিবে শৃঙ্খলে,
উদ্যানের পরিবর্ত্তে রুদ্ধ কারাগার;
কিম্বা দিবে তুলি পদ এই বক্ষঃস্থলে,
উঃ! এ চিন্তা হৃদে সহেনা-ক আর।
ভবিষ্যৎ রুদ্ধ কর কবাট তোমার!
এ নরকচিত্র নেত্রে সহেনা-ক আর!”

২২

ত্যজিল সুদীর্ঘ শ্বাস চাহি শূন্য পানে,
নিবাবার তরে যেন গগনের আলো;

ভাবিল আলোক রাশি পশিয়া পরাণে,
অদৃশ্য ভাবনাগুলি করিছে উজ্জ্বল।
মুদিল নয়ন পুনঃ আবরিয়া কর,
কিন্তু হৃদয়েতে যাহা হয়েছে অঙ্কিত
মুদিলে নয়ন কেন হইবে অন্তর!
বরং উজ্জ্বলতর হবে অনুভূত।
স্মৃতি-চিহ্ন হবে লোপ মুদিলে নয়ন,
কিন্তু অপনীত কেন হইবে বেদন।

২৩

জয়চন্দ্র! ভবিষ্যৎ দেখিলে এখন,
আর কেন, পাপ চিন্তা কর পরিহার!
অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী সতত যবন,
অলীক আশ্বাসে মুগ্ধ হইও না তার।
এখনি ছুটিয়া যাও পৃথুর সদনে,
বীর তিনি ক্ষমিবেন অবশ্য তোমায়;
যে বিপদ সৃজিয়াছ ভেবে দেখ মনে
এই প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন নাহিক উপায়,
লজ্জা হয়, হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন,
করো-না ক্ষত্রিয়-নামে কলঙ্ক অর্পণ।

২৪

কালের বিশালবক্ষে জ্বলন্ত অক্ষরে,
থাকিবে অঙ্কিত এই কলঙ্ক তোমার।
ঘৃণিত হইয়া রবে চিরদিন তরে,
হিন্দুমাত্রে প্রাতঃসন্ধ্যা দিবে তিরস্কার।
ছি ছি হেন নীচ বৃত্তি হৃদয়ে তোমার!
কেন নিমন্ত্রিলে হায় দুরাত্মা যবনে?
অপহৃত রাজ্য তব করিবে উদ্ধার—
কিন্তু পরিণাম তার ভেবে দেখ মনে,
অপহৃত রাজ্য তব আছিল স্বদেশে,
যবন-সাহায্যে তাহা পশিবে পারস্যে।

২৫

আর ভারতের এই সৌভাগ্য তপন
তোমার অদৃষ্টসনে হবে অস্তমিত;
হিন্দু-রাজ্য ভগ্ন উপকূলের মতন
দিনে দিনে কাল-গর্ভে হইবে নিহিত,
ফলিবে ইহায় যেই ফল বিষময়,
কেবল নহেক তব দুঃখের কারণ;
কত শত বর্ষ ইহা হিন্দুর হৃদয়—
দহিবে, হায়রে তাহা জানে কোন জন?

সাধিতে কলুষ-ব্রত ওরে দুরাচার !
ভারত-অদৃষ্ট কেন করিছ আঁধার

২৬

অদূরে তরুর পার্শ্বে দাঁড়া'য়ে গোপনে
স্থির সৌদামিনীরূপা একটি রমণী,
বদন গম্ভীর, দৃষ্টি প্রখর নয়নে,
নীরবে শুনিতেছিল রাজার কাহিনী
যন্ত্রণায় জয়চন্দ্র মুদিলে নয়ন
অগ্রসরি দাঁড়াইল সম্মুখে তাহার ;
স্থির দৃষ্টে নিরখিয়া ডাকিল তখন
প্রাণেশ্বর !—
শিহরিয়া জয়চন্দ্র খুলিল নয়ন
হেরিল সম্মুখে তার রমণী-রতন।

২৭

"শৈল ! তুমি কেন এই অনাবৃত স্থানে ?
গভীর নিশায়—এই নিশাথ শিশির
জান না কি অপকারী, দেখ দেহ পানে
এখন(ও) আরোগ্য নহে তোমার শরীর,
চল গৃহে, বলি হস্ত করিল ধারণ ;
বিস্ফারি নয়ন, শৈল কহিল গম্ভীরে,

আমা হ'তে মূল্যবান্ তোমার জীবন,
তোমার উচিত নহে ভ্রমিতে শিশিরে ;
আমার—হায়রে যার সমুদ্রে শিবির
কি করিবে নাথ তার নিশির শিশির"।

২৮

"যে অনল বক্ষঃস্থলে—থাক্ সে সকল,
বল প্রাণেশ্বর তব কি ভাবনা মনে ?
গত দিনকত ধরি নিরখি কেবল
নিমগ্ন সতত তুমি গভীর চিন্তনে।
কারণ জিজ্ঞাসি যদি বিস্ফারি নয়ন
আমার বদনে চাহ, পুনঃ জিজ্ঞাসিতে
ফিরায়ে নয়ন ভূমে প্রহারি চরণ
'কিছু না' বলিয়া উঠি দাঁড়াও ত্বরিতে ;
তথাপি জিজ্ঞাসি যদি, সঞ্চালিয়া কর
বিরক্তে ইঙ্গিত কর হইতে অন্তর"।

২৯

"ভাবিতাম পূর্ব্বে ইহা চিত্তের বিকার,
দিন দুই পরে চিত্ত হইবে সুস্থির ;
দিনে দিনে বৃদ্ধি এবে হইছে ইহার,
বল নাথ কেন এত হইলে অধীর ?"

" বলিয়াছি একবার বলি আরবার
শরীর অসুস্থ মম বড়ই এখন
এই প্রশ্ন শৈল মোরে করিও না আর
যাও তুমি নিজ গৃহে করগে শয়ন।"
বেষ্টিয়া হৃদয়ে বাহু—কুঞ্চিত নয়নে
ভ্রমিতে লাগিল জয় সুমন্দ চলনে।

৩০

"অসুস্থ !—ইহা কি তবে ব্যবস্থা তাহার
অনাবৃত স্থানে এই নিশীথ-ভ্রমণ ?
প্রগল্‌ভতা প্রাণেশ্বর ক্ষম অবলার
অবশ্য ইহার আছে অপর কারণ।
অন্তরের পীড়া ইহা মর্ম্মের যাতনা"—
জানু পাতি পতিপদ করিয়া বেষ্টন,
"সত্য করি বল নাথ ত্যজি প্রতারণা
কোন পাপ-ভাবনায় মগ্ন তব মন ?
পত্নী যদি না বুঝিল পতির বেদন
সুধু কি তাহার কার্য্য শোভিতে শয়ন" ?

৩১

"উঠ শৈল, কেন পড় চরণে আমার
জিজ্ঞাসিছ কিন্তু কিবা বলিব তোমায়,

রাজ-কার্য্যে চিত্ত মগ্ন সতত রাজার
কেনা জানে—কেন পুনঃ জিজ্ঞাস আমায়?
প্রজার অদৃষ্টক্ষেত্র ন্যস্ত যার করে
সে যদি আমোদে মগ্ন রহে সর্ব্বক্ষণ,
ভেবে দেখ ফল যাহা ফলিবে সত্বরে,
রাজ চিত্ত নহে শৈল! আমোদ-কারণ;
একটি ভাবনা স্বধু তোমার কেবল
শত ভাবনায় মম হৃদয় চঞ্চল।

৩২

"একটি ভাবনা!" বলি উঠিয়া সত্বর
দাঁড়াইল শৈল গ্রীবা করিয়া উন্নত,
দেহ অস্ত্র দেখাইব চিরিয়া অন্তর
চিন্তার জ্বলন্ত বহ্নি বিরাজিছে কত।
হ'তেম যদ্যপি আমি কৃষক-রমণী
তখন হইত চিত্ত ভাবনা-বিহীন,
সে সৌভাগ্যবতী নহে রাজার রমণী
সতত চিন্তায় তার হৃদয় মলিন;
বুঝিত পুরুষ যদি রমণীর মন
দেখিত তাহার চিত্তে কতই বেদন।'

৩৩

"নাহি প্রয়োজন নাথ, সে সবে এখন
বল কোন্ রাজকার্য্য করিতে উদ্ধার
নিভৃত উদ্যানে একা করিছ ভ্রমণ
মাখিয়া শরীরে এই নিশার নিহার ;
শুনিয়াছি সব নাথ হইয়া গোপন,
এ পাপ মন্ত্রণা হায় কে দিল তোমারে?
অসার প্রতিজ্ঞা তব করিতে সাধন,
নিমন্ত্রিছ নিজ গৃহে ঘৃণিত তস্করে !
প্রতিহিংসা যদি তব এতই প্রবল
ক্ষত্রিয় শরীরে তব ছিল না কি বল ?"

৩৪

"বীর-প্রসবিনী এই ভারত ভিতরে
ছিল না কি বীর তব হইতে সহায় ?
ভুলিয়া গৌরব নিজ সাধিলে তস্করে !
স্মরিলে আমি যে নাথ মরি হে লজ্জায় !
কায কি সহায় তব, এস মোর সনে
অপমান প্রতিশোধ প্রদানি তোমার,
এস নাথ আমি অগ্রে প্রবেশিয়া রণে
অপহৃত রাজ্য তব করিব উদ্ধার।

দেহ দুই করে দুই উলঙ্গ কৃপাণ
দেখিবে যুঝিব একা বিদ্যুৎ সমান।"

৩৫

"কিশোর সন্তান তব হইবে সহায়
বৈশ্বানর তেজে সেও যুঝিবেক রণে
ভয়ে ভীত যদি তুমি, চাহি না তোমায়
পশিতে সমরে, মোরা জননী-সন্তানে
অপহৃত রাজ্য তব করিব উদ্ধার।
সেও যদি ভীত হয়, সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
ছেদন করিব স্তন-যুগল আমার—
পালিয়াছি এত দিন যার দুগ্ধ দানে।
অপুত্র বরং ভাল তথাপি কখন
হে বিধাতঃ! ভীরু পুত্র নাহি হয় যেন।

৩৬

"ভাগ্য-দোষে বীরপত্নী নহে অভাগিনী
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কুলে জনম আমার,
বীর-কন্যা আমি নাথ, বীর-প্রসবিনী
রক্ষিব যেমনে পারি গর্ব্ব আপনার।
হ'তে যদি বীর তুমি দেখিতে এখনি
পারি কিনা কাযে যাহা কহিনু কথায়,

এই বক্ষে চূর্ণ হ'ত কতই অশনি
দলিতাম পদে শত্রু মাতঙ্গিনী প্রায় ;
যুঝিব দেহেতে রবে যতক্ষণ বল
জয় পরাজয় স্থধু অদৃষ্টের ফল।

৩৭

"যবন-আশ্রয় যদি প্রতিজ্ঞা তোমার
তস্করের, পামরের, নীচের আশ্রয়—
কেশাগ্র দেখিতে মোর পাইবে না আর
জনমের মত নাথ হইনু বিদায়।
বিধবা হয়েছি যবে করিব শ্রবণ,
সেই দিন পুনর্ব্বার জনমের তরে,
একত্রে চিতার বক্ষে করিব শয়ন
বক্ষে করি দেহ তব ডাকিব ঈশ্বরে—
এজনমে এই শেষ যেন জন্মান্তরে
বীরপতি করি তোমা সমর্পেণ মোরে।"

৩৮

মুছিয়া নয়ন জল ত্বরিত চরণে
প্রেবেশিল শৈলবালা মন্দিরে আপন,
অনিমেষ নেত্রে জয় থাকি কতক্ষণে
বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি কহিল তখন ;

করিব না যবনের সহায় গ্রহণ
পশিব একাকী আমি দুর্ব্বার সমরে,
না হয় সমরক্ষেত্রে হইব নিধন
বীর বলি খ্যাতি তবু করিবে ত নরে।
যা কহিল শৈলবালা সঠীক সকল
জয় পরাজয় স্থধু অদৃষ্টের ফল।

৩৯

কিন্তু কাল প্রাতে যবে সাহাব উদ্দীন
ডাকিবে পশিতে রণে তাহার সহিত,
কি উত্তর দিব—সে ত নহে বুদ্ধিহীন,
অভিপ্রায় বুঝিবে সে আমার নিশ্চিত।
এক শত্রু স্মরি যার এত ভয় হয়
দুই শত্রু তার পক্ষে কত ভয়ঙ্কর!
একত্রে উভয় রণ নিশ্চয় দুর্জ্জয়,
তাহে কুম্ভকর্ণ সম যুঝিবে সমর
মহম্মদে নাহি ডরি না ডরি পৃথুরে,
ডরি স্থধু একা সেই সমরসায়ীরে।

৪০

কি করিব কোথা যাব, কে আছে আমার
কে দিবে বলিয়া মোরে নিগূঢ় উপায়;

রমণীর বীর্য্যহীন হৃদয় যাহার
হা বিধাত! প্রতিহিংসা কেন এত তায়!
কেনবা জ্বালিনু এই সমর অনল!
কেন নিমন্ত্রিনু এই দুর্জ্জয় যবনে!
অন্তরে বাহিরে বহ্নি হইল প্রবল
একা আমি হেন বহ্নি নিবাব কেমনে?
যা থাকে কপালে লব যবন-আশ্রয়
দেখিব কৌশল সিদ্ধ হয় কি না হয়।

চিতা-শয্যা।

১

গাঢ় অমাবস্যা-নিশি ঘোর অন্ধকার,
আচ্ছন্ন কালিমা মেঘে শূন্য চারিধার,
বদন বিস্তার ক'রে, গ্রাসিবারে বসুধারে,
মন্দ পদক্ষেপে যেন আসে দণ্ডধর।
ত্রাসে যেন সঙ্কুচিত বিশ্ব-চরাচর।

২

এহেন নিশীথে বসি প্রকোষ্ঠে আপন,
সর্ব্ব-সংহারিনী মূর্ত্তি করি দরশন,

চপলা বিকট হাসে, ভুবন চমকে ত্রাসে,
গম্ভীরে জলদ করে ভীম গরজন।
স্তব্ধ বিশ্ব সেই রবে স্তম্ভিত পবন।

৩

হেরি দুনয়নে সুধু অনন্ত আঁধার,
গাঢ়তর কালিমায় ঢাকা চারিধার,
সহসা জলদ রাশি, ভেদিয়া সম্মুখে আসি,
দাঁড়াইল নারী এক অপূর্ব্ব রূপসী।
ফুলের কবরী শিরে, দেহে ফুলরাশি।

৪

প্রফুল্ল কমল দুটি মৃণাল সহিত,
চারু করতলে তার হয়েছে শোভিত,
গলে পুষ্প কণ্ঠমালা, বক্ষঃস্থলে পুষ্প-ঢালা,
জীবন্ত যৌবন যেন কুসুমের বেশে।
দাঁড়াইল কাছে মোর, মুখে মৃদু হেসে।

৫

সরমে শিহরি শেষে চিনিনু তাহায়,
বিজন-সঙ্গিনী মম প্রিয় কল্পনায়,
বদন গম্ভীর করে, কহিল বিষাদ-স্বরে,
আইনু দেখিয়া এক দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
দেখিতে বাসনা যদি হও অগ্রসর।

৬

চলিনু কল্পনা-সাথে ঘোর ত্রিযামায়,
দেখিতে ভীষণ দৃশ্য, বিরাজে কোথায়,
নদনদী গিরিবন, করি কত উল্লঙ্ঘন,
উপনীত দুইজনে বিস্তীর্ণ শ্মশানে—
তরু-শূন্য—প্রাণি-শূন্য—গৃহশূন্য স্থানে।

৭

শ্মশানের বক্ষঃস্থলে নেত্রপাত করি
নিরখি ভীষণ দৃশ্য উঠিনু শিহরি,
উন্মাদিনী চিতাহাসে, দাঁড়ায়ে তাহার পাশে,
সুন্দর আয়ত-তনু যুবা এক জন,
রূক্ষ-কেশ—রক্ত-নেত্র—ভীম-দরশন।

৮

একপদ পুরোভাগে, অপর পশ্চাতে,
অনতিবৃহৎ এক দণ্ডধরি হাতে,
জ্বলন্ত চিতার ক্রোড়ে, প্রবীণা রমণী পোড়ে,
নিবিড় চিকুর-জাল, বিস্তীর্ণ শিয়রে,
দুইখানি ক্ষীণ বাহু পড়ি দুই ধারে।

৯

বদন অঙ্গারে ঢাকা চেনা নাহি যায়,
ক্ষীণ অঙ্গে অগ্নি-শিখা খেলিয়া বেড়ায়,

দেহ ভস্ম নাহি হয়, পরিধানও দগ্ধ নয়,
সহসা দেখিলে হেন জ্ঞান হয় মনে,—
জীবিতা প্রাচীনা সুপ্ত অনল-বিতানে।

১০

সভয়ে যুবার পার্শ্বে করিয়া গমন,
জিজ্ঞাসিনু কার চিতা,—সে বা কোন জন;
তুলিয়া জ্বলন্ত আঁখি, আমার বদনে রাখি,
তীব্র ভাবে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল,
ভয়ঙ্কর দৃষ্টি তার—হৃদয় কাঁপিল।

১১

রাখি ভূমে কাষ্ঠদণ্ড জলদ গম্ভীরে,
কহিল ভীষণস্বরে মোর পানে ফিরে,
"বুঝি বঙ্গবাসী হবে, নহিলে কেনবা কবে,
কারচিতা, দেখ নর জননী তোমার;"
হস্তে সরাইয়া দিল জ্বলন্ত অঙ্গার।

১২

"সাতশত বর্ষ আজ দিবারাত্র ধ'রে
এই শ্মশানের বক্ষে এই চিতা পোড়ে,
শব দগ্ধ নাহি হয়, দেহও এমতি রয়,
ঢালিয়াছি কুম্ভপূরে সিন্ধুসম জল,
নিবে না এ চিতানল জ্বলিছে কেবল।"

১৩

শিহরিনু নিরখিয়া রমণীর মুখ
যাতনায় ক্লিষ্ট যেন মূর্ত্তিমতী দুখ
নয়নের ঊর্দ্ধকোলে, নেত্র-তারা রহে ঢলে
জীবন চন্দ্রমা মরি নিষ্প্রভ নয়নে,
অস্ত যায় আঁধারিয়া রমণী বদনে।

১৪

লহরে লহরে শিখা শবের উপরে
বিকট ভৈরব রঙ্গে হেসে নৃত্য করে,
কভু শিরে কভু পায়, বহ্নি-শিখা ছুটে ধায়,
আবার দাঁড়ায়ে বক্ষে ভীমরঙ্গে হাসে,
নিরখি সে চিতানল কাঁপিলাম ত্রাসে।

১৫

তুষার-তর্জ্জনী মম বক্ষের উপরে
রাখিয়া কহিল যুবা সুগম্ভীর স্বরে,
"চিনিলে কি চিতা কার,—চিতা ভারত মাতার
এইধর জননীর রাজ নিদর্শন,"
মুকুট রতনদণ্ড করিল অর্পণ।

১৬

সভয়ে মুকুট দণ্ড করিনু ধারণ,
নিরখিতে হায় মোর কাঁদিল নয়ন ;

ছিন্ন মুকুটের গায়, ভগ্ন-হীরা সমুদায়,
মনি-চ্যুত রাজ দণ্ড তাও অৰ্দ্ধখান,
কেকরিল এ দুৰ্দ্দশা কার হেন প্রাণ।

১৭

চাহিনু চিতার পানে হাসিছে অনল,
অচেতন তনু তায় পড়ি অচঞ্চল,
সাধ হৈল একবার প্রাণশূন্য প্রাচীনার
করে দণ্ড শিরে করি মুকুট স্থাপন,
জননীর রাজবেশ করি দরশন।

১৮

"যাও চলি" পুন যুবা কহিল গম্ভীরে
"ভারতের প্রতি ঘরে এই চিহ্ন ধরে,
বালবৃদ্ধ কি তরুণে, দেখাইও প্রতি জনে."
তৰ্জ্জনী হেলায়ে পথ করি প্রদর্শন
রাখিল বদনে মম আরক্ত নয়ন।

১৯

সভয়ে ফিরায়ে আঁখি উপদিষ্ট পথে
চলিনু বিহ্বল-চিত্তে কল্পনার সাথে,
গাঢ়তর অন্ধকার, লক্ষ্যশূন্য চারিধার,
গগনে জীমূত বৃন্দ গৰ্জ্জিছে গম্ভীরে,
ধাঁধিয়া নয়ন, দৃষ্টি রোধিছে চিকুরে।

২০

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি জ্বলে চিতানল
পার্শ্বে ভীম-কায় মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে অচল
স্থির-চিত্তে কতক্ষণ, করি চিতা দরশন
পশিল শ্রবণ-মূলে অস্ফুট বচন—
"দেখ ফিরে পার্শ্বে তব পুন কোন জন।"

২১

চকিতে চাহিয়া দেখি অতি ভয়ঙ্কর !
সম্মুখে শবের ছায়া—কাঁপিল অন্তর ;
ক্ষীণ হস্ত প্রসারিয়া,— শবনেত্রে নিরখিয়া,
কহিল, "মুকুটদণ্ড কর প্রত্যর্পণ,
ভীরু তুমি, পথে দৈত্য করিবে হরণ।"

২২

ছায়ার দক্ষিণ হস্ত মুকুট ধরিল,
বাম হস্ত রাজ দণ্ডে আসি পরশিল,
সভয়ে চীৎকার করে, পড়িনু শ্মশানোপরে,
কতক্ষণ ছিনু তথা নাহিক স্মরণ,
নেত্র খুলি দেখি কক্ষে করিয়া শয়ন।

২৩

কল্পনা নাহিক পার্শ্বে প্রকোষ্ঠ নির্জ্জন
গগনে অজস্র ধারা হইছে পতন,

প্রাচীরে আলোক হাসে, মসী, পত্র পড়ি পাশে
শূন্যমনে কতক্ষণ বসিয়া রহিনু,
কতবার স্মরি চিতা শিহরি উঠিনু।

২৪

তদবধি কত রাত্রি গগনের গায়,
দেখিয়াছি সেই শব সজীব ছায়ায়,
ক্ষীণ হস্ত প্রসারিয়া, শবনেত্রে নিরখিয়া,
পরশিতে হস্ত মম শূন্যে নামি আসে,
অমনি নয়নদ্বয় মুদিয়াছি ত্রাসে।

অভাগিনী।

১

আহা কি করুণ ছবি রমণি তোমার!
হায় কি কঠিন প্রাণ পোড়া বিধাতার!
নীলোজ্জ্বল এ নয়নে, ঝরে অশ্রু প্রতিক্ষণে,
সুধামাখা এ বদনে, রেখা যন্ত্রণার!
হেমোজ্জ্বল এ বরণে, ম্লানবেশ অযতনে,
ভস্ম আচ্ছাদিত মরি প্রতিমা সোণার!
নিরখি এ বেশ প্রাণ নাহি কাঁদে কার!

এখনো বালিকাবেশ, অনতি-কৌমার শেষ,
মৃণাল লাবণ্য দ্যুতি ঢল ঢল করে ;
না জানি কেমন করে, বিধাতারে এ অন্তরে,
করিলে এ বজ্রপাত নিদয় অন্তরে,
স্থাপিলে রাহুর গ্রাসে পূর্ণ শশধরে !
ইচ্ছাকরে বরাঙ্গনে, তুলে লই সযতনে,
মলিন এ দেহখানি পরম আদরে,
মুছাইয়া দিই অশ্রু পবিত্র অন্তরে।

২

নিদারুণ শাস্ত্রকার কোথা এ সময়,
দেখ না বারেক আসি রমণী-হৃদয়,
বসি যবে নিরজনে, ঝরে অশ্রু দুনয়নে,
দেখ্‌রে সমাজ তার করুণ বদন,
কোমল অন্তর তার, কত পোড়ে অনিবার,
নিদারুণ পিতা মাতা কর দরশন,
হায়রে দুখির দুঃখ বুঝে কোন জন্‌ !
এস তুমি অনাথিনী, আমি তব দুঃখ জানি,
কহনা দুখের কথা আমার সদনে,
এস সখি তুমি আমি কাঁদি দুই জনে ;
গগন বিদীর্ণ করে, এস কাঁদি তার স্বরে,

দেখ যদি পশে উহা বিধির শ্রবণ,
অথবা অন্তর খুলে, দগ্ধ প্রাণ করে তুলে,
দেখাও যন্ত্রণা তব—সমাজ তখন,
বুঝিবে অবলা সহে যতেক বেদন।

৩

চির অনাথিনী করি রমণী তোমারে,
সৃজিয়াছে বিধি সুধু কাঁদিবার তরে,
সোণার বরণে তাই, ঢালিয়া দিয়াছে ছাই,
আঁধারিয়া যৌবনের নন্দনকানন,
সুধুই নয়নজল, বরষিতে অবিরল,
এ কুরঙ্গ আঁখি তব হয়েছে সৃজন,
নির্ম্মল শশাঙ্কে হায় কলঙ্ক লেপন!
যৌবন উজ্জ্বল করে, পূর্ণবিম্ব এ অধরে,
সৃজিয়াছে সুধু হায় বিষাদের তরে,
রমণীরে ও অধরে, বিষাদের চিহ্ন ধরে,
এসোনা এসোনা আর আমার সদনে,
এ করুণ ছবি তব সহে না পরাণে;
সখি মোর মাথা খাও, বিষাদে বিদায় দাও,
ফেটে যায় বুক মরি হেরি ও বয়ানে!
কুসুমে অশনিপাত বড় বাজে প্রাণে!

৪

কি সান্ত্বনা দিব আর রমণি তোমায়,
এ অনল শিখা তব নিবিবার নয়,
কাঁদ অয়ি বিষাদিনি, কাঁদ অয়ি অনাথিনি,
হেরিয়া বিদীর্ণ হোক হৃদয় আমার,
এমন নিষ্ঠুর দেশে, এরূপ মধুর বেশে,
কেন জন্মেছিলে তুমি সুধা-নিস্যন্দিনি !
মরুভূমে বাঁচে কভু মৃণাল-নন্দিনী !
এই যদি ছিল মনে, পোড়া বিধি কি কারণে,
এত রূপ দিল ঢালি তোমার বদনে,
অতি কুরূপিনী করে, কেন রাখিল না তোরে,
বিষাদের চিহ্ন তায় মিশায়ে থাকিত,
আঁধারে তিমির আভা লুকায়ে রহিত ;
দেখি সে মলিন মুখ, হইত না এত দুখ,
সে নয়নে অশ্রু হেরি কাঁদিত না মন,
কেন তুমি রূপবতী হইলে এখন !

৫

চির অভাগিনী যদি কেন তবে আর,
অকারণ হেন বেশ রমণি তোমার,
খুলে ফেল এ বসন, খুলে ফেল এ ভূষণ,

লুকায়ে রূপের ছটা সাজ বিষাদিনী,
গেরুয়া বসন দিয়ে, চারু তনু আবরিয়ে,
খুলিয়ে চিকুর দাম সাজ সন্ন্যাসিনী,
এ ঘন লাবণ্যে দাও ভস্মের লেপনী ;
ত্রিশূল ধরিয়া করে, লেখ তায় স্পষ্টাক্ষরে
"পতিসুখ কাঙ্গালিনী বঙ্গের দুঃখিনী।"
নয়নে ঝরুক জল, শুকাক বদনতল,
গভীর ঝঙ্কারে গাও "আমি অনাথিনী"
রাজরাণী হয়ে মরি সাজ ভিখারিণী।
কমণ্ডলু ধরি করে, বঙ্গবাসী দ্বারে দ্বারে,
কাঁদিয়ে শুনাও তব দুঃখের কাহিনী,
দেখ যদি জাগে তাহে নিদ্রিত অবনী।

উদাসীন।

পাষাণে বাঁধিনু প্রাণ তবু কেন মন
নিরন্তর অনিবার হয় উচাটন?
বিসর্জ্জিনু স্মৃতি-চিহ্ন বিস্মৃতির জলে
তথাপি অন্তর কেন পুড়িছে অনলে?

আইনু সন্ন্যাসী হ'য়ে দূর দেশান্তরে,
হায় রে সে সব পুন কেন মনে পড়ে!
সেই ত উদাস মন সেই সে যাতনা,
সেই সে নীরস আঁখি অতৃপ্ত বাসনা।
কোথায় সে সুখ এবে যাহার আশায়,
ছিঁড়িলাম জীবনের সন্তোষ-লতায়।
মায়া মোহ স্নেহ প্রেম করিয়া বর্জ্জন,
এই কি হইল শেষ অশ্রু বিসর্জ্জন!
কেন আঁখি ফেল বারি কেন কাঁদ মন?
বারেক ভুলিতে দাও এ ঘোর বেদন।
ওই দেখ শ্বেত আভা গগনের গায়,
নীরবে গোধূলি সনে কেমন মিশায়।
শান্তি নিকেতন ওই প্রাচীন বিটপী,
কত সুগম্ভীর ভাবে শোভিছে অটবী।
ওই শুন ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জগত ঘুমায়,
নীরব উদ্যান কত সুগম্ভীর তায়!
কেমন গোধূলি ছায়া চারি দিকে ভাসে,
এ শোভা হেরিয়া তবু নেত্রে অশ্রু আসে!
আবার ঝরিল অশ্রু—কোথা ভগবান,
নিবাও এ স্মৃতি-শিখা করুণা নিধান।

অন্তরে শ্মশান লয়ে কত কাল হায়,
ভ্রমিব উদাস হয়ে জীবের ধরায়।
প্রতিশ্বাসে অগ্নি শিখা হয় উদ্গীরণ।
প্রত্যেক পলকে পোড়ে যুগল নয়ন।
একি লীলা পিতা তব, সহে না বেদনা
রাখ তব দেব-খেলা,—নিবাও যাতনা।
এখনি নিবাতে পারি মনের অনল,
পরকাল ভাবি নাথ ডরাই কেবল।
এস পিতা, লহ হরি বারেক চেতন,
ভুলি এ ভবের কথা জুড়াই জীবন।
ভুলি জন্মভূমি—হায় জাগিল আবার,
সংসারের চিত্রপট হৃদয়-মাঝার।
নমি মাতঃ! পদযুগে, জীবিত এখন,
পামর মানবকুলে তব কুসন্তান।
আসিয়াছি দেশান্তরে তবু কাণে শুনি,
সেই স্নেহ স্রোতস্বিনী সুমধুর ধ্বনি।
নীরব নিশীথে কভু গভীর স্বপনে,
ভাসে তব প্রতিমূর্ত্তি মুদিত নয়নে।
সুখের শৈশব হায়, এখনো স্মরণ,
সেই ক্রোড় সে আদর স্নেহের চুম্বন।

চিত্ত-মুকুর।

গভীর ত্রিযামা নিশি নীরব ভুবন,
শয্যার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
থাকিতাম। তুমি মাত! শুভ্র বাতি করে,
দেখিতে আমায় ধীরে প্রবেশিতে ঘরে।
ভাবিয়ে সুসুপ্ত হায় কতই যতনে,
আদরে প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বিতে বদনে।
ফুরাল সে দিন, পুন উদিল যৌবন,
বাড়িল সে সঙ্গে তব আশা আকিঞ্চন।
কেন মা জননী হায় কেন এ সন্তানে,
তুষিলে পায়ূষ দানে তেমন যতনে!
নিষ্ঠুর মানব আমি পামর সন্তান,
ভাল প্রতিশোধ তার করিলাম দান।
এখনো কি ঝরে মাত! নয়নে তোমার,
অন্তর বিদীর্ণ হয়ে শোকের আসার!
এখনো কি পূজ নিত্য ইষ্ট দেবতায়,
সন্তানের সনাতন মঙ্গল আশায়?
জানি আমি চিরদিন ঝরিবে নয়ন,
চিরদিন ইষ্ট দেব করিবে অর্চ্চন।
দিবা সন্ধ্যা দীর্ঘ শ্বাসে বাড়িবে হুতাশ,
তবু ত্যজিবে না মাত! আমার প্রয়াস।

কিন্তু হায় এ পামর নির্ম্মম হৃদয়,
করুণা পরশে আর দ্রবিবার নয়।
পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ পাষাণ রহিব,
এই তরু-তলে বসি একাকী কাঁদিব।
হইবে গভীর নিশি দূরে ঝিঁঝিঁরব,
আঁধারে ডুবিবে বিশ্ব জগত নীরব।
এই শুষ্ক তৃণদলে করিয়ে শয়ন।
খুলিয়ে প্রাণের দ্বার করিব রোদন।
কত যে গভীর সুখ এ হেন রোদনে,
কেঁদেছে যে এক বার সেই জন জানে।
আবার উদিলে শশী উঠিয়া বসিব,
হেরি সুলোলিত শোভা আপনি হাসিব।
শাখায় ফুটিবে ফুল লতায় কমল,
নাচিবে মলয়ে ধীরে নব পত্র দল।
গাহিবে কোকিল দূরে ছুটিবে সুস্বর,
মধুর সঙ্গীত-স্রোতে প্লাবিবে অন্তর।
কিন্তু নিরন্তর মাত! অন্তর তোমার,
বিষম বিষাদ তাপে হইবে অঙ্গার।
অসহ্য এ চিন্তা, বিভু হউন সহায়,
ভুলি জননীর দুখ ভুলিব তাঁহায়।

পুনঃ তুমি ! এস প্রিয়ে বহু দিন পরে,
সম্বোধি বারেক আজ প্রণয়ের ভরে।
ললিত লবঙ্গ-লতা কোমল গঠন,
সলাজ প্রণয়-পূর্ণ যুগল নয়ন।
হাস্য-বিকসিত মুখ প্রভাত-নলিনী,
ভালবাসা-স্রোতস্বিনী প্রণয়ের খনি।
বসন্ত-কুসুম এই নবীন যৌবন,
লজ্জা-প্রেম-বিগলিত অপূর্ব্ব গঠন।
কোন্ শিব পূজি প্রিয়ে পেয়েছিলে বর,
তাই সে লভিলে পতি নিষ্ঠুর পামর?
হেরিতে আমার পানে সজল নয়নে,
অন্তরের দুখ যেন তুলিয়া বদনে।
চাহিলে তোমার পানে লজ্জায় বদন,
নত করি লুকাইতে মনের বেদন।
কাঁদিয়াছ কত দিন হইয়া নির্জ্জন,
তাহাও গোপনে থাকি করেছি শ্রবণ।
তবু মুহূর্ত্তের তরে করিয়ে যতন,
করি নাই প্রেম-ভরে হৃদয়ে স্থাপন।
দেখিতাম শুনিতাম প্রেয়সি সকল,
ভাবিতাম কাঁদিতাম অন্তরে কেবল।

ভাবিতে পাগল পতি প্রাণের সরলা,
বুঝিতে নারিতে প্রিয়ে অন্তরের জ্বালা।
ভালবাসিব না হায় ছিল যদি মনে,
কেন বান্ধিলাম তোরে উদ্বাহ বন্ধনে।
আঘ্রাণ করিতে যদি নাহি ছিল মন,
কেন তুলিলাম হেন কানন-প্রসূন ?
পরিব না গলে যদি হেন রত্ন-হার,
কেন গাঁথিলাম মাল্যে এ প্রেম-ভাণ্ডার!
তুষিব না যত্নে যদি আছিল অন্তরে,
স্বাধীন বিহঙ্গ কেন বাঁধিনু পিঞ্জরে ?
ছিল শোভি বনরাজি ফুল্ল সরোজিনী,
সৌরভে পূরিয়া বন বিশ্ব-বিনোদিনী।
হেরি কোন ভাগ্যবান উন্মত্ত নয়নে,
লইত হৃদয়ে তুলি পরম যতনে।
রাজার উদ্যান কিম্বা ধনীর আগারে,
ফুটিয়া থাকিত সদা আনন্দের ভরে।
অনন্ত দুখিনী কেন করিলাম হায়,
নব অঙ্কুরিত চারু প্রেম-লতিকায়।
ভুলেছি অনেক, ক্রমে ভুলিব সকল,
ভুলিতে নারিব কিন্তু তোমায় কেবল।

সলিল-প্রতিমা।

১

সুন্দর নিদাঘ-সন্ধ্যা শান্ত নভস্তল,
শ্যামাঙ্গিনী যমুনার হৃদয় নির্ম্মল,
বহে মৃদু সমীরণ, নদী-বক্ষ নিরজন,
একা ভাসি তরি'পরে তরঙ্গিণী-জলে,
শূন্যময় দুই তীর সুধু তরি চলে,
শূণ্য দৃষ্টি শূন্য মন, তবু করি দরশন,
নয়ন নদীর জলে অন্তর কোথায়!
ক্ষেপণির মৃদু রব শ্রবণে মিশায়।
সলিল-আবর্ত্ত হেরি, যায় ছুটি ঘূরি ফিরি,
আবার অনতিদূরে সলিলে মিশায়
অস্তমান ভানু-ছবি নাচিয়া বেড়ায়।

২

সহসা একটি ছবি সলিল-হৃদয়ে
দেখিনু মানস-নেত্রে রয়েছে মিশায়ে ;
মলিন বিজলি-মত, ভস্ম মাখা মরকত,
ছিন্ন লতা কিম্বা যথা তপন কিরণে
হতাশ আয়েষা কিম্বা বঙ্কিম-কল্পনে।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছোটে, নয়নে তরঙ্গ ওঠে,
বিষাদের জ্যোতি ফোটে নীরব বদনে,
একখানি ফটোগ্রাফ হেরিছে সঘনে।
কখন চুম্বন করে, কভু রাখে বক্ষোপরে,
সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃ করে দরশন।
নিরখি অন্তর হ'ল বিষাদে মগন।

৩

অচেতন কাণে পুনঃ করিনু শ্রবণ
সলিল-প্রতিমা মুখে করুণ বচন—
"কত সাধ কত আশা, কত প্রেম ভালবাসা,
প্রাণেশ্বর নিরন্তর রেখেছি অন্তরে,
বারেক তোমায় যত্নে দেখাবার তরে ;
সুচিকন পুষ্প-হার, গাঁথিয়াছি কতবার,
দোলাইতে তব গলে—কতই যতনে
কবিতা লিখেছি কত মনের বেদনে।
অশ্রুমুখে বিধাতায়, ডাকি সদা কত হায়,
বধির বিধাতা নাথ আমার কপালে"
পূরিল যুগল আঁখি পুনঃ অশ্রুজলে।

৪

"কেন উদাসীন নাথ কি দুঃখ অন্তরে
বারেক হৃদয় খুলে কহ না আমারে

নবীন বয়সে হেন, উদাসীন বেশে কেন,
ত্যজি গৃহ পরিজন, ভ্রম দেশান্তরে?
একবার বল নাথ দুখিনী কান্তারে।
এতই বেদনা যদি, কেন দূরে নিরবধি,
এস কাছে প্রাণেশ্বর কাঁদি দুই জনে।
মুছাইব অশ্রুজল অঞ্চল বসনে
ধন নাই— দুখ তাই, ধনে প্রয়োজন নাই
উভয়ে পরম সুখে রব তরুতলে”
পূরিল যুগল আঁখি পুন অশ্রুজলে।

৫

“এস নাথ বড় সাধ কাঁদিব দুজনে
হেরিব সে ম্লান মুখ সজল নয়নে,
বদনে বদন রাখি, তব অশ্রুজল মাখি,
ঘুমাব হৃদয়ে পড়ি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি,
কোথা রবে দুখ—নাথ সব যাবে ভুলি।
ভিখারিণী-বেশ ধরে ভ্রমিব হে দ্বারে দ্বারে,
আপনি খাওয়াব হাতে, সেবিব যতনে;
ভুলাইব নাথ তব মনের বেদনে।
অন্য দুখ থাকে মনে, তাও নাথ প্রাণপণে,

ঘুচাতে সেবিব পদ দিবাদণ্ড পল
এস নাথ একবার নিকটে কেবল।”

৬

কাঁদিল পরাণ শুনি রমনী-রোদন
কাঁদিল নয়ন হেরি রমনী-রতন !
যতনে আদর করে, জিজ্ঞাসিনু স্নেহভরে,
“কে তুমি দুখিনী ভাস সলিল-শয়নে,
তুলিয়া শোকের সিন্ধু পঙ্কজ-বদনে ?
অস্ফুট মুকুল হায়, এ গভীর প্রেম তায়,
কে তুমি সরলে, বল কোন ভাগ্যবান
এ অমৃত স্রোতে সদা যুড়ায় পরাণ ?”
মুছিয়া নয়ন-জল, ফুলায়ে বদন তল,
কহিল কাঁপায়ে দুটি চারু ওষ্ঠাধর
“আমি অভাগিনী নাথ তুমি প্রাণেশ্বর”

কে গাহিল।

১

কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—
ছুটিল সঙ্গীত-স্রোত ভাসায়ে গগণ !

একি!—এ যে ভেসে যায় হৃদয় আমার
নিশীথে কে করে হেন সুধা বরিষণ!
আবার—আবার—গায়,
পুন চিত্ত ভেসে যায়,
নারী-কণ্ঠ!—বটে তাই,
ছুটিয়া গবাক্ষে যাই
দেখিলাম—কি দেখিনু—কি বলিব হায়!
স্থির সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায়।

২

জ্যোৎস্না-প্লাবিত দূর সরসীর তটে,
কৌমুদি কিরণে স্নাত পাষাণ সোপানে,
পড়িয়া প্রতিমা খানি যেন চিত্রপটে,
বিস্তৃত নয়ন দুটি গগনের পানে
বাম গণ্ড বাম করে,
বাতাশে কুন্তল নড়ে,
নিশিগন্ধা বসন্তের,
কিম্বা শশী শরদের,
ললিত সপ্তমে গায় সঙ্গীত লহরি
পীযূস প্রবাহে মত্তা নীরব সর্ব্বরা।

৩

আবার সঙ্গীত-স্রোত উঠিল উথলি,
আবার প্রকৃতি-চিত্ত উঠিল আকুলি,
নাচিল সরসি জল নাচিল পবন,
নাচিল শাখায় পাতা লতায় প্রসূন,
হরষিত নীলাম্বরে,
হাসিয়া কিরণ ঝরে,
মরি কি গভীর তান,
আকুল করিল প্রাণ,
অবসে মৃদুল খাদে গড়ায়ে পড়িল,
হৃদয়ের স্রোত মম সঙ্গীতে মিশিল।

৪

শুনিয়াছি বসন্তের কোকিল-কূজন,
শুনিয়াছি বাঁশরীর মধুর নিক্কণ,
হাসি-পূর্ণ বিম্বাধরে,
নর্ত্তকী মধুর স্বরে,
গাহিয়াছে মুলতান,
শুনিয়াছি সেই গান,
কিন্তু হেন উন্মাদিনী জীবন্ত রাগিনী
শুনি নাই—হেন গীত চিত্ত-বিপ্লাবনী।

৫

শুনিলাম—কিন্তু কভু শুনি বনা আর
সুধুই হারানু চিত্ত সঙ্গীত শ্রবণে,
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন ছুর্নিবার
সাধের সামগ্রী কেন ছুর্লভ জীবনে ?
ইচ্ছা করে দিবানিশি,
এই গবাক্ষেতে বসি,
ওই সুমধুর গান,
শুনিয়া যুড়াই প্রাণ,
বুঝেনা স্বাধীন পাখী পথিকের মন
ঢালিয়া সঙ্গীত-স্রোত করে পলায়ন।

৬

শুনিব না আর, যদি গাহ একবার
হৃদয়-কবাট আমি করি উদ্‌ঘাটন,
গাহ তুমি বরষিয়া সুধা পারাবার,
রেখে দিই চিত্তে আমি করিয়া বন্ধন।
কি শয়নে কি স্বপনে,
উথলি উঠিবে প্রাণে,
বাজিবে তরঙ্গ বুকে,
উঠিবে উথলি সুখে,

তুলিয়া সপ্তমে তুমি গাহ বিহঙ্গিনী
বেঁধে রাখি বক্ষঃস্থলে তব প্রতিধ্বনি।

দুঃখিনী রমণী।

১

সজীব সৌন্দর্য্যপূর্ণ রমণী-বদন
অতল সুধার উৎস নয়ন যুগল
বিষাদে মলিন দেখি আছে কোন জন—
রহে স্থির ? কার নেত্রে নাহি ঝরে জল ?
দেখিয়াছি কত শত যন্ত্রণা নয়নে,
অন্ধ খঞ্জ দেখিয়াছি করিতে রোদন,
কিন্তু হায় অশ্রুমুখী রমণী-বদনে
নিরখিয়া কেন আজ কাঁদে মম মন ?

২

পূর্ণিমা-যামিনী, ভাসে শশাঙ্ক গগনে,
বিতরি ধরণি-অঙ্গে কৌমুদি বিমল,
আন্দোলিছে ধীরে ধীরে নৈশ সমীরণে
নীরবে তরুর পত্র সরসীর জল,

শ্বেত সোপানের অঙ্কে প্রসারি চরণ,
হেলাইয়া চারু তনু সোপান-প্রাচীরে,
বসিয়া রমণী ওই,—চুম্বিয়া চরণ
আনন্দে সরসী-জল নাচিতেছে ধীরে।

৩

গভীর নিশিতে একা নির্জ্জন উদ্যানে
বসি উদাসিনী বালা সরসীর তীরে,
বিস্তৃত নয়নদুটি চাহি ঊর্দ্ধ পানে,
অপাঙ্গে সলিল ধারা ঝরিতেছে ধীরে;
সে মলিন মুখে পুনঃ জীবন-সঙ্গীত —
তীব্র যন্ত্রণার স্রোত বহিতেছে ধীরে;
পরশি সে উষ্ণ বায়ু সঘনে কম্পিত—
হইতেছে বিম্বাধর তিতি অশ্রুনীরে।

৪

"কেন তবে জগদীশ সৃজিলে আমারে!
সৃজিলে যদ্যপি কেন করিলে দুখিনী!
দুখিনী করিলে যদি কেন না অচিরে
জীবনের শেষ অঙ্ক মুছিলে তখনি!
অনন্ত মরুর বক্ষে উষ্ণ বালুকায়
চাপি বক্ষ কত কাল রহিব বাঁচিয়া!

অস্থির পরাণ নাথ দারুণ তৃষায়,
কে রাখিবে প্রাণ মম বারি-বিন্দু দিয়া।

৫

শৈশবে জীবন যদি হ'ত অবসান,
দহিতে হ'ত না আজ এ চির অনলে।
নবীন যৌবনে বক্ষে চাপিয়া পাষাণ,
ভাসিতে হ'ত না এই নিরাশার জলে।
রাজার নন্দিনী আমি আজন্ম সুখিনী,
বালিকা যখন,—ছিল কত সাধ মনে;
সে সাধ পূরিল ভাল, চির অভাগিনী,
আমরণ অশ্রুজল ঝরিবে নয়নে।

৬

ইচ্ছা করে ছুটে যাই কানন-মাঝারে,
পড়িয়া তরুর তলে কাঁদি একাকিনী।
এ দুখ কহিব কারে নির্ম্মম সংসারে,
কে বুঝিবে—কে শুনিবে—আমারকাহিনী।
কভু ইচ্ছা করে ছুরী বিন্ধিয়া হৃদয়ে,
জীবনের দুখ-লীলা করি অবসান।
সিহরি আতঙ্কে পুনঃ পরকাল-ভয়ে,
দুখের সাগরে উঠে বিষম তুফান।

৭

হায় পিতঃ কেন আর চির-অভাগিরে,
স্নেহ মমতায় সদা করিছ পালন।
ভাসাইয়া দেহ মোরে জাহ্নবীর নীরে,
এ মুখ দেখিয়া কেন পাইবে বেদন।
শুষ্ক পল্লবের মত যাইব ভাসিয়া,
প্রবল তরঙ্গ-স্রোতে সাগরের জলে।
এ ভঙ্গ জীবন-তরি যাইবে ডুবিয়া,
দহিতে হবে না আর নিরাশা-অনলে।

৮

মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি জননী আমার,
কত যত্নে কত স্নেহে পালিছ আমারে,
কিন্তু মাগো ভাঙ্গিয়াছে কপাল যাহার,
স্নেহ-বিড়ম্বনা কেন অকারণ তারে ?
কেন নীলাম্বরী আর কেন অলঙ্কার ?
কেন লৌহ হাতে কেন সিন্দূর কপালে ?
কেন যত্নে বেঁধে দাও কবরী আমার ?
দুখিনীর নাহি সাধ আর এ সকলে !

৯

ফুরায়েছে সব সাধ নবীন যৌবনে,
আশা-সুখ দুখিনীর নাহি কিছু আর ;

ফুরাইবে এ যন্ত্রণা আর কত দিনে
সুধু এই এক চিন্তা অন্তরে আমার।
না হ'ত বিবাহ যদি আছিল সে ভাল,
নাহি জানিতাম স্বামী কেমন রতন।
আজন্ম কুমারী হয়ে সুখে চিরকাল,
রহিতাম, দহিত না নিরাশায় মন।

১০

শর-বিদ্ধ বিহঙ্গিনী মর্ম্ম-বেদনায়,
অস্থির যথন পড়ি লতার বিতানে।
কে বুঝে কে দেখে তার তীব্র যন্ত্রণায়,
লুটায় সাপটি পক্ষ একাকী কাননে।
বিলাপে কানন-মাঝে যবে কুরঙ্গিনী,
নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে মত্ত দাবানল
কে বুঝে তখন তার কি করে পরাণি,
কে মুছায় দুখিনীর নয়নের জল।

১১

"বারি, বারি" শব্দে করি কাতরে চীৎকার,
নিদাঘ-চাতক যবে হতাশ অন্তরে
পড়ে ভূমে চাপি বক্ষ, অন্তর কাহার
কাঁদে অভাগিনী সেই চাতকের তরে?

অনন্ত সংসারে আমি সামান্যা রমণী,
কোন্ দুঃখে কাঁদি সদা কে সন্ধান করে ?
সংসারে নারীর দুখ বুঝে কোন প্রাণী
মৃগ-তৃষ্ণিকায় কবে সলিল সঞ্চারে ?

১২

ঘুচাতে বেদনা যদি দুখিনী কন্যার
থাকে ইচ্ছা, এই ভিক্ষা জননী, অচিরে
জনমের মত আশা বিসর্জ্জিয়া তার,
সাজাইয়া দেহ চিতা জাহ্নবীর তীরে।
সজল নয়নে চাহি সংসারের পানে,
পশিব পরম সুখে জ্বলন্ত চিতায়।
নিবিবে যখন বহ্নি গিয়া সেই খানে
দেখিও বারেক তব দুখিনী কন্যায়।

১৩

চিতার অনল সহ প্রাণের অনল,
দেখিবে নিবেছে সেই তরঙ্গিনী-তীরে।
দুখিনীর এই মাত্র উপায় কেবল,
মুছাইতে অবিশ্রান্ত নয়নের নীরে।
যত দিন বেঁচে রব এ পোড়া সংসারে,
সমভাবে এ যাতনা দহিবে অন্তরে।

চাপাইয়া দেহ যদি বস্ত্র অলঙ্কারে,
তবু নিবিবে না বহ্নি ক্ষণেকের তরে।

১৪

প্রাণের দোসর তুমি ভগিনী আমার,
কেন কাঁদি প্রতিক্ষণ জিজ্ঞাস আমারে,
কেন যে পরাণ কাঁদে উত্তর তাহার
কি দিব কথায় আজ সরলে তোমারে
সুখ দুঃখ কোন্ সূত্রে নারীর জীবনে—
হয় অভিনিত, যদি বুঝিতে পারিতে,
বুঝিতে কি দুঃখ যদি হতাশের মনে,
কেন দুখী প্রতিক্ষণ নাহি জিজ্ঞাসিতে।

১৫

পেয়েছ গুণের পতি মনের মতন,
নারীর অমূল্য নিধি পেয়েছ প্রণয় ;
তুমি কি বুঝিবে দিদী দুঃখিনীর মন ?
তুমি কি বুঝিবে তার কি করে হৃদয় ?
নির্বাক যাতনা মম ভগিনী তোমারে,
কেমনে বুঝাব বল,—চিরিয়া হৃদয়
দেখাইতে পারি যদি প্রাণের ভিতরে,
বুঝিবে তখন সদা কি যন্ত্রণা হয়।

১৬

রুদ্ধ বিহঙ্গিনী-মত সংসার পিঞ্জরে,
বসন ভূষণে মোরে তুষিছ সদত ;
হায় রে মানস মম ভুলাবার তরে ;
কিন্তু কেহ নাহি ভাব এ যন্ত্রণা কত।
অস্থি মাংস লোহ দেহে নাহি মম আর,
চর্ম্মাবৃত তুষানল গঠিত আকারে
দহিয়া দহিয়া বহ্নি জীবন আমার,
পরিণত হবে শীঘ্র নির্জীব অঙ্গারে।

১৭

কত অভাগিনী আমি সুখের সংসারে,
কি বলিব ভগ্না, এই পূর্ণ সপ্তদশ,
নবীন বসন্ত মম হৃদয়-মাঝারে,
কিন্তু হায় নিরাশায় সকলি নীরস।
যুবতী নারীর মন বুঝিবে আপনি,
কত সাধ কত প্রেম নিয়ত উথলে ;
কিন্তু মরুভূমে কবে ছোটে তরঙ্গিনী !
শুকাইয়া যায় স্রোত উত্তপ্ত ভূতলে।

১৮

নয়ন শ্রবণ মন তোমার মতন,
সকলি আমার, কিন্তু প্রভেদ বিস্তর।

সুখের শৈশব আর দুঃখের যৌবন—
যেমন আমার ; সুধু নেত্র-শোভাকর,
দেখি বটে সংসারের শোভা মনোহর।
শুনি বটে মানবের সঙ্গীত মধুর,
হাসি বটে নিরখিয়া দৃশ্য হাস্যকর,
আশাও অন্তরে হায় করেছি প্রচুর।

১৯

সকলি নীরস তাহে সে কুহক নাই,
তোমার অন্তরে যাহে আনন্দ উথলে,
আশায় নয়নে কর্ণে যাতনা যুড়াই
বিরলে আবার প্রাণ সেই রূপ জ্বলে,
মুছি নয়নের জল অন্তরে আপনি
নির্জন প্রাসাদে কিম্বা গবাক্ষ-সদনে,
উপাধানে চাপি বক্ষ দিবস রজনী
যাপি যন্ত্রণায় আর হতাশ রোদনে !

২০

হেন চিত্রকর যদি থাকিত ভুবনে
হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিতে পারিত,
আশা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ মনের বেদনে,
তুলিকায় চিত্রপটে হইত অঙ্কিত !

দগ্ধ হৃদয়ের ছবি তুলিয়া তোমারে
দেখাতেম সহোদরে যাতনা আমার,
দেখিতে জ্বলিছে চিতা হৃদয়-মাঝারে,
আশা সুখ পরিবর্ত্তে দেখিতে অঙ্গার।

২১

আর তুমি চিরারাধ্য প্রাণেশ আমার!
আসিও না কাছে মোর প্রেম সম্ভাষণে,
হৃদয়ে লুকাও নাথ প্রণয় তোমার,
কাজ নাই প্রকাশিয়া মধুর বচনে।
পত্নী আমি—দাসী আমি আজন্ম তোমার,
অন্তরে পূজিব তব চরণ-যুগল,
কিন্তু পুনঃ পরস্পরে মিলিব না আর,
প্রজ্জ্বলিত হবে নাথ নির্ব্বাণ অনল।

২২

তুমি নহ অপরাধী, আমি অভাগিনী,
হেরিলে তোমায় নাথ কাঁদে মম মন,
নিরখি আপন চিতা মুমূর্ষু যেমনি
বিষাদে হতাশে হায় মুদি দুনয়ন।
ক্ষম প্রাণেশ্বর! এই নিষ্ঠুর বচন,
ক্ষম দুখিনীর এই নয়নের জল,

পারি না লুকাতে আর মনের বেদন,
পারি না নিবাতে নাথ প্রাণের অনল।

২৩

পঞ্চম বৎসর আজ বিষম যতনে,
লুকায়ে রেখেছি ব্যথা অন্তর-অন্তরে,
কেবল ঝরিত কভু নিশ্বাসে রোদনে,
ফুটি নাই দুঃখ মম একটি অক্ষরে।
পারি না রাখিতে আর যাতনা অন্তরে,
পারি না বহিতে আর হতাশ জীবন,
ছেড়ে দাও যাই চলি কানন-ভিতরে,
চির-সন্ন্যাসিনী হয়ে করিগে রোদন।"

২৪

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি সোপান-উপরে
লুটায়ে পড়িল ধীরে নীরবে রমণী,
জ্বলিয়া উঠিল বুঝি যন্ত্রণা অন্তরে,
স্মরি জীবনের ঘোর দুখের কাহিনী।
সেই চন্দ্রালোকে—সেই সরসীর তীরে—
বিষাদ-লুণ্ঠিতা সেই কামিনীর পাণে
দেখিলাম কতবার মুছি অশ্রুনীরে,
কতবার ক্লেশ তার ভাবিলাম মনে।

২৫

জীবন আলেখ্য তার নয়ন দর্পণে
হ'ল বিভাসিত মম, রেখায় রেখায়
দেখিনু জ্বলন্ত শিখা ধায় মর্ম্ম-পানে,
দগ্ধ-আশা হত-সুখ পড়ি শুষ্ক-প্রায়।
তখন সহস্র চিন্তা জাগিল অন্তরে,
দেশাচার, শাস্ত্র, ধর্ম্ম করিনু স্মরণ,
কত তর্ক, ভাবিলাম দুখিনীর তরে,
স্মরিয়া সমাজ পুনঃ ঝরিল নয়ন।

২৬

স্বার্থ অন্বেষণে রত সবাই সংসারে,
পর-দুখে কেবা করে অশ্রু বরিষণ!
ধর্ম্মাধর্ম্ম, শাস্ত্রাশাস্ত্র, কেবল আচারে,
অন্তরে ধার্ম্মিক শাস্ত্রী নহে কোন জন।
দয়ার সাগর তুমি অনাথ সহায়,
অটল বাসনা তব দেশের মঙ্গলে,
সমাজে বক্তৃতা কর দেবতার প্রায়,
সদাহিত শিক্ষা দাও বান্ধব-মণ্ডলে।

২৭

তবে কেন আজ তব বধির শ্রবণ?
কেন নেত্রে নাহি আজ বিন্দু মাত্র জল?

দুখিনীর হাহা রবে ফাটিছে গগণ
কাঁদিতেছে তরুলতা সরসীর জল;
তুমি কেন শুষ্ক নেত্রে বসিয়া নীরবে?
নাহি চাও তার পানে নির্ম্মমের প্রায়?
কাঁদে না কি মন তব দুখিনীর রবে?
অথবা কারুণ্য-লেশ নাহিক তাহায়?

২৮

তাই যদি, হায় তব কি পাষাণ মন!
মূঢ় তারা, কহে যারা হিতৈষী তোমারে,
যশের কিঙ্কর তুমি, দয়া প্রদর্শন
কর সুধু খ্যাতি-লোভে রাজ-দরবারে।
জানি আমি সমাজের কঠিন বন্ধন,
জানি আমি প্রাচীনের নির্ম্মম আচার,
কিন্তু নিরখিলে এই রমণী-রতন
ইচ্ছা করে বিসর্জ্জিতে পাপ দেশাচার।

২৯

নিষ্ঠুর সংসার-স্থানে কি যাচিব আর,
এই যাচি নরকূলে কে আছে এমন—
কে আছ নারীর দুখে অন্তর যাহার
ক্ষণেকের তরে হয় বিষাদে মগন।

সুদূর কানন মাঝে নিরজন স্থানে
শান্ত নির্ঝরিণী-তীরে ভূধরের মূলে,
বেষ্টিয়া বিটপীরাজি লতার বিতানে
নির্ম্মাইয়া দেহ কুঞ্জ ঘন তরুদলে।

৩০

দুখিনীরে ছেড়ে দাও কুঞ্জের ভিতরে,
কাঁদুক মনের সাধে দিবস-রজনী,
বাঁধিয়া চরণ আর রেখোনা উহারে
সুখের সংসারে করি চির অভাগিনী।
ছেড়ে দাও এই দণ্ডে, ক্ষণেকের তরে,
রেখোনা উহারে আর করিয়া বন্ধন,
সহে কি এ ব্যথা তার কোমল অন্তরে
দুখিনী রমণী বড় যতনের ধন।

পুন্দরের দৌত্য।*

১

বিষণ্ণ সমররাজ চিতোর সভায়
নীরব সচিব-বৃন্দ পারিষদ গণ,

---

*পৃথ্বিরাজের সহিত সাহাব উদ্দীনের যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথ্বিরাজ লাহোরাধিপতি পুন্দরকে দূত পদে বরণ করিয়া চিতো-

বজ্রনাদ অন্তে যথা সমুদ্র-হৃদয়,
পুন্দর-বচনে স্তব্ধ সদসিভবন।
কহিল পুন্দর তেজে তুলিয়া উচ্ছ্বাস
"যে জলদ রেখা, দেব, পশ্চিম গগনে
উঠিছে ঈষৎ ভাবে, অনন্ত আকাশ
আচ্ছন্ন হইবে তায় সহায় পবনে।"

২

"যেই ক্ষীণ অগ্নিশিখা ভারত-ভবনে
জ্বালিয়াছে জয়চন্দ্র, পরিণামে হায়—
ভীষণ অনল হয়ে ছুটিবে সঘনে,
হিমাদ্রি-কুমারী ব্যাপি ভস্ম হবে তায়।
যদি কাল সর্পশির প্রবেশে বিবরে
কার সাধ্য নিবারিতে সে ভুজঙ্গ-গতি?
পশে যদি ম্লেচ্ছ আজ ভারত ভিতরে
কাল ভারতের ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি।"

রের অধীশ্বর সমরসাহীর নিকট প্রেরণ করেন। পুন্দর সমর-সাহীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন এ কবিতাটিতে তাহাই লিখিত হইল। চাঁদ কবির গ্রন্থে এ কথা সবিস্তার লিখিত আছে।

৩

"বারেক খুলিয়া দেব স্মৃতির দুয়ার
ভারতের পূর্ব্ব ছবি কর দরশন,
সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতি অঙ্গে চারিধার
কেমন অপূর্ব্ব বেশ করেছে ধারণ।
বীর্য্য, ধর্ম্ম, শাস্ত্র আদি নক্ষত্র মণ্ডলে
কেমন শোভিছে, যেন শারদি-নিশায়
নিশানাথ বিরাজিছে তারকার দলে
উজলি ভারত-বক্ষ অতুল আভায়।"

৪

"যশের পতাকা ওই উন্নত গগনে
কেমন উড়িছে দেখ শোভা বিকাশিয়া,
সূর্য্যতেজোময় সব আর্য্যসুত-গণে
চলেছে কেমন ভাবে গরবে মাতিয়া!
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, পার্থ, আচার্য্য-তনয়
এখনো নিরখি যেন সাজি রণ বেশে,
রণরঙ্গে মত্ত ভীম ভেদিয়া হৃদয়
দুঃশাসন-রক্ত পান করিতেছে রোষে।"

৫

"হায় আর্য্যসুতগণ! এত যে আয়াসে
তুলিলে যশের কেতু, বুঝি এতদিনে

খসিল ভূমতিে তাহা ম্লেচ্ছের পরশে।
অস্ত যায় সুখ সূর্য্য পশ্চিম গগনে।
একবার এস সবে কুরু-রণস্থলে,
উত্তপ্ত মেদিনী তার কাতর তৃষ্ণায়,
ম্লেচ্ছ-রক্ত তরঙ্গিণী আনি কুতূহলে
শীতল করহ তার উগ্র পিপাসায়।”

৬

নীরব হইল দূত, স্তব্ধ সভাতল,
চতুর্দ্দিক একবার করিল ঈক্ষণ ;
বদনে উৎসাহ-আভা নিরখি সবার
কহিল আবার রোষে করিয়া গর্জ্জন
“জীবিত কি আর্য্যসুত ভারত ভবনে
উত্তপ্ত শোণিত কারো বহে কি শিরায়—
ক্ষুবধ নহ কি ম্লেচ্ছ পদ-প্রহরণে,
ভারত-কলঙ্কে কারো কাঁপে কি হৃদয় ?”

৭

“কাঁপে যদি—ওই দেখ পশ্চিম গগনে
ভারতের সুখ সূর্য্য রাহুর গরাসে।
আর্য্যকুল-মান যদি থাকে কার মনে
কর যত্ন যাহে রাহু সূর্য্য না পরশে,

কাঁপে যদি—চল সবে সিন্ধুনদ-কূলে
ম্লেচ্ছের সমাধি-ক্ষেত্র করিবে খনন।
পরাঙ্মুখ হও যদি, তরঙ্গিণী-জলে
পশিয়া কলঙ্ক রাশি করো প্রক্ষালন।”

৮

“পৃথু নহে ভীত একা যুঝিতে সমরে,
কোন্ ক্ষত্র ভীত কবে সমর সজ্জায়?
একক শতক পৃথু ভাবে না অন্তরে,
তবে কিনা জয়চন্দ্র সাহার সহায়।
ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক জয় আর্য্য-কুলাঙ্গার
যেই ইষ্টসিদ্ধি-আশে ম্লেচ্ছের সহায়,
ভাসিবে উজান স্রোতে সেই ইষ্ট তার
বুঝে না সর্পের গতি মূঢ় দুরাশয়।”

৯

“সুপবিত্র আর্য্য-ধাম জগত-পূজিত
অশুচি ম্লেচ্ছের পদ পরশিবে তায়
স্মরিলে বিদীর্ণ নহে কোন ক্ষত্র-চিত?
এ সম্বাদে অসি কভু পিধানে কি রয়?
গর্ব্বের তিলক মুছি ললাট হইতে
দাসত্ব কলঙ্ক তায় দিবে মাখাইয়া,

ছিঁড়িয়া সুখের পদ্ম হৃদয় হইতে,
বিষাদ কণ্টক দামে সাজাইবে হিয়া!"

১০

"কি আর বলিব দেব, এই নিবেদন
পাঠাইলা পৃথু রাজ তব সন্নিধানে—
রক্ষিতে আর্য্যের মান আর্য্যসুতগণ
মিলি রণক্ষেত্রে যেন যুঝে প্রাণপণে!
নীরব হইল দূত—গভীর বচন
হইল নীরব, কিন্তু প্রতিধ্বনি তার
ছুটিতে লাগিল করি জলদ নিস্বন
সবার হৃদয়ময় বেগে অনিবার।

১১

আঘাতি অনল ছটা কন্দরে কন্দরে
ভ্রমে যথা ক্ষণপ্রভা পর্ব্বত প্রদেশে,
তেমতি চিন্তার শিখা ক্ষত্রিয় অন্তরে
ভ্রমিতে লাগিল হেসে ভয়ঙ্কর বেশে,
কল্পনা অমনি আনি ভবিষ্যত ছবি
ধরিল মানস-পটে সম্মুখে সবার,
(অস্তমিত ভারতের সৌভাগ্যের রবি
নিবিড় গভীর মেঘে ভারত আঁধার)।

১২

কহিল সমররাজ গম্ভীরে তখন—
　"বুঝিনু এখন কেন স্বপ্নে অনিবার
হেরিতেছি কয়দিন সমর-প্রাঙ্গণ,
　কেন থেকে থেকে কোষে কাঁপে তরবার।
ভ্রমি গৃহমাঝে যবে অনুভব হয়
　শরাসন দেখি মোরে উঠিল নাচিয়া,
যেন পদমূলে শব স্তূপাকারে রয়
　ভীষণ রক্তের স্রোত ছুটিছে বাহিয়া।"

১৩

"অহো কি সম্বাদ আজ করিনু শ্রবণ"
　নিরবিল ক্ষণে বীর ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষণেকে চমকি পুন কহিল বচন
　প্রাবৃটে গগনে যথা জলদ নিশ্বাস।
"লাহোর-রাজন! আজ করিলাম পণ
　রক্ষিতে আর্য্যের মান যদি আর্য্য-সুত
নাহি বাঞ্ছে, একা আমি ভূতল গগন
　ডুবাব সাগর-জলে ম্লেচ্ছের সহিত।"

১৪

"এই দেখ"—বলি অসি করি নিষ্কাশন
　ঝলসিল সভাতল উদ্রিক্ত কিরণে।

"এই দেখ এই অসি উলঙ্গ এমন,
এমনি উলঙ্গ ভাবে রবে, যত দিনে,—
পাপ ম্লেচ্ছ-লোহ-নীরে নাহি করে স্নান।
সাধিতে এ আশা যদি বাদী বিশ্বজন—
অথবা অমর-বৃন্দ,—নাহি পরিত্রাণ
দ্বিধা হবে একঘাতে বিশ্ব ত্রিভুবন।"

১৫

"নক্ষত্রে নক্ষত্র ধরি করিব প্রহার,
চূর্ণ হবে সৌরদল পুড়িয়া অনলে,
বাঁধিয়া ভারতে গলে সাগর মাঝার
লুকাইব বারিধির সুগভীর তলে।
কলঙ্ক না স্পর্শে যাহে আর্য্যের ভবনে,
অথবা নির্ম্লেচ্ছ পৃথ্বী করিব এবার
স্তুপাকারে রবে পড়ি সমর-প্রাঙ্গণে
রাবণের চিতা সম ম্লেচ্ছ-ভস্মসার।"

১৬

"যাও চলি—দিল্লীধামে কহ এ বারতা,
মসৃণ করহ সবে ভল্ল খরশান,
ভুলে যাও একবারে প্রাণের মমতা
যত দিন এ অনল না হয় নির্ব্বাণ।

যতদিন ম্লেচ্ছ-রক্তে—স্বল্পদিন আর—
সিঞ্চিত না হয় বর্ত্ম, মুহূর্ত্তের তরে
অলসে পলক যেন নাহি পড়ে কার,
বাড়াও ক্রোধের ক্ষুধা আহারে বিহারে।”

১৭

“অভিবাদন আমার দিও দিল্লীশ্বরে
বোলো তাঁরে এ তরঙ্গ যদি সে তরঙ্গে—
মিশে একবার,—ছার ম্লেচ্ছ কলেবরে—
ভাসাইব ভূমণ্ডল সমরের রঙ্গে।”
নীরব হইল রাজা স্তব্ধ সভাতল
পড়ে না একটি শ্বাস নড়ে না পলক
চামরী ব্যজন ভুলি দাঁড়ায়ে অচল
নীরবে কৃপাণ স্কন্ধে স্তম্ভিত রক্ষক।

অকস্মাৎ সে তারাটি ডুবিল কোথায়।

১

জীবন সিন্ধুর তীরে বসি নিরন্তর
হেরিতাম যে তারাটি অনন্য-মানসে,
অকস্মাৎ কোথা গেল আঁধারি অম্বর!
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ চাহিয়া আকাশে।

নহে কি সে নভঃ ইহা—সে নিশি কি নয় ?
কিম্বা ইহা নহে সেই জীবনের তীর ?
সে আকাশে সে তারাটি সদত উদয়,
সে তীরে কিরণময় সদত যে নীর !
এ যে শূন্য নভস্তল, যামিনী আঁধার !
এ তীরে যে সিন্ধু-নীর ভীষণ আকার !

২

না না—সেই নভঃ ইহা, ওই চিহ্ন তার—
বজ্র ভাঙ্গা ঝুলিতেছে নীরদের গায়,
সেই নিশি বটে ইহা—তেমতি আঁধার,
তীরো সেই,—ভগ্ন কূল এই যে হেথায়।
এই যে সে ছিন্ন লতা জীর্ণ তরু-মূলে
শুষ্ক পল্লবের রাশি এই যে এখানে,
ভগ্ন তরীখানি সেই ওই মগ্ন কূলে,
সে ভাঙ্গা পিঞ্জর খানি পড়ি এই খানে,
সেই নভঃ সেই নিশি, সিন্ধু তীরো সেই।
কেন রে সে জ্যোতির্ম্ময় তারকাটি নেই !

৩

নির্ম্মম সংসারে একা নিভৃত প্রান্তরে
জীবন সিন্ধুর তীরে ছিলাম বসিয়া,

মগ্ন ছিল চতুর্দ্দিক নিবিড় আঁধারে,
ছিল সেই এক তারা নিশি উজলিয়া,
তখন জীবন নীর ছিলনা অধীর,
শান্ত সাগরের মত আছিল নিথর,
আজি অকস্মাৎ কেন এ বাত্যা গভীর
কাঁদিয়া উঠিছে কেন প্রাণের ভিতর ?
ওকি চিত্র ? সর্ব্বনাশ—একি ভয়ঙ্কর !
সে সুখ-তারাটি ওই গ্রাসিল পামর !

৪

চাহিনা দেখিতে আর লুকাও ত্বরায়
হা বিধাতঃ ! কি দেখালে নিবিড় আঁধারে !
প্রকৃত এ চিত্র যদি, কেন অভাগায়—
দেখাইলে, ছিল ভাল নিহিত অম্বরে।
ছিল ভাল সে নিবিড় আঁধার অম্বর
ক্ষীণালোকে থাকিতাম পড়ি তরুতলে
জড়াইয়া ছিন্ন লতা বক্ষের উপর ;
হেরিতাম আজীবন আকাশের তলে।
কি দেখিনু—কি হইল প্রাণের ভিতর,
ফাটে না অথচ যেন ফাটিছে অন্তর !

৫

জীবন আত্মার স্বপ্ন, প্রপঞ্চ বিধির
অনিত্য, অসার স্থধু ভ্রান্ত লীলাময়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গতি যাহার অস্থির
আবর্ত্তে আবর্ত্তে যার বিষম প্রলয় ;
কেমনে বলিব তাহা স্থখের জীবন,
কেমনে বলিব নহে ভ্রান্তমতি নর !
কোন তর্কে বুঝাইব হৃদয় আপন,
কি যুক্তিতে এ বিশ্বাস করিব অন্তর ?
নিত্য, সার, সত্য, যার মুহূর্ত্তও নয়
সে জীবনে নর-ভাগ্যে কি বা ফলোদয় ?

৬

"বৃথা জন্ম এ সংসারে" বলে না যে জন,
বিপুল প্রয়াস তাঁর বাসনা গভীর,
কীর্ত্তি যশ লালসায় আকুলিত মন,
চঞ্চল জগতে তাঁর আত্মাও অধীর।
স্থখী সেই—কিন্তু যার আঁধার জীবন,
কিরণের রেখা মাত্র নাহি যে জীবনে,
প্রতিপদে নিরাশায় দগ্ধ যার মন
"মানব জনম সার" সে বলে কেমনে !

"উদ্দেশ্য সাধন কর" সুখীর বচন,
দুখীর আজন্ম সুধু করিতে রোদন।

৭

উদ্দেশ্য—তাও কি এত সুখদ জীবনে ?
কি উদ্দেশ্য ? নরচিত্তে কি সাধ গভীর ?
কীর্ত্তি ?—গৌরব নিজ,—সে কীর্ত্তি ঘোষণে
কেন ক্ষুদ্রমতি নর সদত অধীর ?
ধর্ম্ম মোক্ষ কল্পনার সমষ্টি কেবল।
কিবা ধর্ম্ম কোথা স্বর্গ কিবা দেহান্তর,
অনিশ্চিতে কিসে এত বিশ্বাস প্রবল !
অসম্ভব সত্যে কিসে এতই নির্ভর !
কি বিচিত্র মানবের কুহক আশার !
ধন্য মানবের মোহ—ধন্য ভ্রান্তি তার !

৮

ভ্রান্তি !—এ ভ্রান্তিতে জীব আচ্ছন্ন কেবল।
কেন এ ভ্রান্তিতে চিত্ত হইল মগন ?
বিষাদের চিত্র কেন এত সমুজ্জ্বল,
যন্ত্রণার রেখা কেন গভীর এমন।
ডুবিল—ডুবুক তারা, কেন কাঁদে মন ?
শোক-দুখ-ক্ষীণ-বৃত্তি কেন এ হৃদয়ে ?

পুত্তলিকা রঙ্গভূমে জনম যখন
নিয়তির অত্যাচার লঙ্ঘনীয় নহে,
আত্মায় শরীরে যদি ক্ষণিক মিলন
পার্থিব বিষাদে আত্মা কেন উচাটন!

৯

এইত যন্ত্রণা—চিত্ত সহজে দুর্ব্বল।
মানস বুঝিলে তবু বুঝে না হৃদয়,
শোকপ্রবণতা চিত্তে কেমনি প্রবল
বিষাদে প্রবৃত্তি গুলি সব(ই) চিত্তময়।
যে দিকে ফিরাও মন চিত্ত সেই খানে।
শিক্ষার কঠিন জ্ঞান সেখানে নিষ্ফল,
জাগ্রতে স্বপনে সেই ব্যথা বাজে প্রাণে।
প্রকাশিত পরিবর্ত্তে হয় না শীতল।
কালের মন্থর গতি করি নিরীক্ষণ
দগ্ধচিত্তে বহ্নিশিখা করহ গোপন।

১০

অনিত্য জীবনে কেন গভীর প্রণয়?
কেন এত স্নেহ মায়া নশ্বর জীবনে?
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যদি এতই প্রলয়
প্রণয়ের স্মৃতি কেন গভীর স্মরণে?

স্মৃতি—কেন রহে চিত্তে এত দীর্ঘকাল !
ঘটনার সঙ্গে ধ্বংশ কেন নাহি হয় !
সুখের ভাবনা হৃদে জাগে ক্ষণকাল,
দুখের ভাবনা কিন্তু ভুলিবার নয়,
যে অনলে দগ্ধ হয় পাষাণ হৃদয়
সে অনলে স্মৃতি কেন ভস্ম নাহি হয় !

সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল।

১

সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল।
বিদ্যুত মেঘের কোলে, আভাময়ী তনু ঢেলে,
রহিতে পারিত যদি হয়ে অচঞ্চল ;
সলিলের ধারা সনে ঝরিয়া পড়িত আলো
কি সুন্দর বেশে তায় সাজিত ভূতলে !

২

সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল,
ভূতল বিজুলি মম, ঐ সৌদামিনী সম,
কভু ধীরে, কভু ছোটে, সদত চপল ;

ভাবিয়াছি কত দিন দেখিব নয়ন ভরি
চাহিলে অমনি মরি সরমে চপল।

৩

কে দিল সরম ঢালি তাহার বদনে!
নয়নের দ্যুতি মম, কে শিখাল লুকাইতে।
এ কুটিল ভাব হায় শিখিল কেমনে!
নবনীত করখানি যখনি ধরিতে যাই
অমনি ছুটিয়া ধায় আয়ত নয়নে।

৪

সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল!
দুইখানি কর ধরি, সবলে চাপিয়া বুকে
যখনি আদরে তার চুম্বেছি বদন,
ছিন্ন করি আলিঙ্গন, বসনে বদন মুছি
বিদ্যুতের মত ছুটে করে পলায়ন।

৫

সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল।
যখনি আদর ভরে ডাকি প্রাণেশ্বরি বলি
বদনে বসনচাপি হাসে খল খল
সে ভাব নিরখি যদি বদন গম্ভীর করি
অমনি নয়ন প্রান্তে ঝরে অশ্রু জল।

৬

সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল,
নিথর যৌবনাবেশে অঙ্গে অঙ্গে কত রূপ
উথলি উটিছে,—যেন নির্ঝরের জল !
সে চারু বদনখানি, সে দুটি বৃহৎ আঁখি
সে দুই বঙ্কিম ভুরু—কুঞ্চিত কুন্তল ।

৭

ভেবেছিনু উন্মাদিনী—তাহাও ত নয়।
বিষন্ন বদনে যদি, হেরি কোন দিন তারে
কাষ্ঠ পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রয় ;
আবার হাসিয়া যদি ধরিতে প্রসারি বাহু
বিদ্যুতের মত পুন ছুটিয়া পলায় ।

৮

এও কি প্রণয় ! তবে হৃদয় আমার !
কি শিখিলে এত দিন ছাই ভস্ম গ্রন্থ পড়ি ?
অগ্নি কুণ্ডে ফেলে দাও লজিক তোমার।
বালিকার এই প্রেম বুঝিতে নারিলে হায় !
কথায় কথায় কর সত্য আবিষ্কার।

৯

কিন্তু অচঞ্চল হয়ে চাহি মোর পানে
প্রভাত-নলিনী মত বিকাশি কোমল তনু
মাজিয়া তরল হাসি ইন্দু-নিভাননে
দাঁড়াতে পারিত যদি, হইত কতই সুখ!
সৃষ্টি ছাড়া প্রেম তার বুঝিব কেমনে!

১০

সে রূপ—এরূপ, রস ভাবি একবার
হাসি মাখা সে বদন, লাজ পূর্ণ এ আনন,
বিস্ফারিত সে নয়ন—এ আনত আঁখি;
নিথর সরসী তাহা, তীব্র নির্ঝরিনী ইহা,
বন বিহঙ্গিনী ইহা, তাহা পোষা পাখি!

১১

সে সরসী-কূলে বসি দেখিতে দেখিতে
নয়নের তৃষ্ণা মম শুখাইয়া যায় যদি,
অথবা সরসী যদি নিদাঘে শুকায়,
সে পাখি পিঞ্জরে বসি গাহিবে একটি গীত।
নিতি নিতি নব গীত পাইবে কোথায়।

১২

পূর্ণিমার চাঁদ তাহা,—এ চল দামিনী
সেরূপ কৌমুদি মত ঢালিবে শীতল জ্যোতি,
জড় চিত্তে বিমোহিয়া আঁধারে কেবল
জ্বলিয়া নিবিয়া কিন্তু এরূপ ছুটিবে প্রাণে,
কি আঁধারে কি আলোকে সদত উজ্জ্বল।

১৩

সেরূপ—এরূপ—এ প্রভেদ বিস্তর !
পরিবর্ত্ত নাহি চাই, থাক তুমি এই বেশে।
বুঝেছি বুঝেছি আমি প্রণয় তোমার।
কিন্তু পূর্ণ শশী মত, উদিবে নয়নে যবে
তুলিয়া নয়ন মোরে দেখো একবার।

১৪

শিখিব বাসিতে ভাল সুন্দরে চপল,
শিখিব এবার হতে যুড়াতে আশায় মন,
শিখিব মিটাতে সাধ নয়নে কেবল,
চঞ্চল দামিনী লতা, শিখিব বাঁধিতে বুকে।
থেকো তুমি চিরকাল এমনি চপল।

আশা তৃষ্ণা প্রাণেশ্বরি কর বিসর্জ্জন।*

১

মুছিয়া নয়ন জল গবাক্ষ খুলিয়া
দেখিনু নবীন ভানু হাসিছে গগনে,
নিশার শিশিরে স্নাত, পাদপ লতিকা যত,
দুলিছে সুমন্দ ভাবে, প্রভাতি পবনে,
সুশীতল ধরাতল ঊষার মিলনে।

২

নিবিড় তরুর তলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
পড়িয়া শীতল ছায়া শান্তি-স্বরূপিনী,
বৃন্তে বৃন্তে ফুল গুলি, আনন্দে পড়েছে ঢলি,
অদূরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি,
বোধ হইল যেন আজ নবীন ধরণী।

৩

দেখিনু শিশির বিন্দু গোলাপের দলে
কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ঢল ঢল করে,
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ঝুলে,

---

* এরূপ কবিতা যে দুই একটি গ্রন্থ মধ্যে আছে গ্রন্থকারের নিজের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

দেখিতে দেখিতে বিন্দু খসিয়া পড়িল,
সূক্ষ্ম বৃন্তে চারু পুষ্প নাচিয়া উঠিল।

৪

সুন্দর রজনীগন্ধা ফুটিয়া শাখায়,
ভ্রমর নিষ্পন্দ-কায় বসিয়া তাহায়,
বাতাসে নড়িল শাখা, ভ্রমর খুলিয়া পাখা,
উড়ে বসে, ব'সে উড়ে, পুন উড়ে যায়,
স্থির হৈল শাখা অলি বসিল তাহায়।

৫

উদ্যানের প্রান্ত ভাগে দেখিনু প্রাসাদ
নিদ্রিত যেন বা, সব রুদ্ধ বাতায়ন,
সৌধ-শিরে স্বর্ণপ্রভা, পড়েছে অরুণ আভা,
ক্ষুব্ধ চিত্তে স্থির দৃষ্টি হইল নয়ন,
ইষ্টকে ইষ্টকে যেন আকর্ষিল মন।

৬

ছিল আশা এক দিন উহার ভিতরে
ওই কক্ষে ওই রুদ্ধ গবাক্ষ সদনে,
বক্ষে করে বাসন্তীরে, মুখচন্দ্র করে ধরে,
বলিব মনের সুখে চুম্বিয়া বদনে,
কত আশা তার তরে জড়ায়েছি প্রাণে।

৭

ছিল আশা একদিন পূর্ণিমা নিশিতে
প্রিয়ার কোমল কর চাপি করতলে,
ওই চারু পুষ্পোদ্যানে, বেড়াইব দুই জনে,
তুলিয়া কুসুম রাশি প্রিয়ার অঞ্চলে,
দুজনে গাঁথিব মালা বসি তরু তলে।

৮

ছিল আশা—ওই ছাদে নীরব নিশিতে
যামিনী নিস্তব্ধ হলে বসিব দুজনে,
প্রেয়সী গাহিবে গান, শুনিয়া যুড়াব প্রাণ,
কভু বা মিশায়ে গলা গাব দুই জনে,
দুর্লভ সে সুখ হায় বাঙ্গালি-জীবনে!

৯

ছিল আশা—বাতায়ন হইল মোচন,
পল্যঙ্কে রমণী-মূর্ত্তি!—চিনিনু কাহার,
দ্রুত-তড়িদ্দাম মত, শিরায় শোণিত স্রোত
বহিল ছুটিল বেগে নয়ন আসার,
অশ্রু-নেত্রে দেখিলাম বাসন্তী আমার।

১০

বিষাদিনী বেশ—চুর্ণ আবদ্ধ কুন্তল,
নয়ন সজল মুখ বিষাদ গম্ভীর,

চাপি বক্ষ উপাধানে, পূর্ণ দৃষ্টি শূন্যপানে,
দুই বিন্দু অশ্রু দুই নেত্র কোলে স্থির
পদ্ম দলে যেন দুই বিলম্ব শিশির।

১১

অকস্মাৎ বাহ্য জ্ঞান হৈল অন্তর্ধান,
অকস্মাৎ মুক্ত হৈল হৃদয়ের দ্বার,
অবশ ইন্দ্রিয় চয়, হইল বাসন্তী-ময়,
হইল সহসা মোহ জীবনে সঞ্চার,
বাসন্তি ! বাসন্তি ! বলি করিনু চীৎকার।

১২

ভাসি প্রাতঃ সমীরণে বাসন্তী শ্রবণে
প্রবেশিল সেই শব্দ—উঠিয়া ত্বরিত,
দাঁড়ায়ে গবাক্ষ ধারে, নিরখিল অভাগারে,
নেত্রে নেত্রে পরস্পরে হইনু বিস্মিত,
ক্ষিপ্ত হৃদয়ের স্রোত হইল স্তম্ভিত !

১৩

সপ্তম বৎসর আজ দেশ দেশান্তরে
হেরিয়াছি যেই মূর্ত্তি প্রত্যেক স্মরণে,
যমুনা যাহ্নবী জলে, শকটে বা বাষ্পকলে,
স্মরিয়া যাহায় অশ্রু ঝরেছে নয়নে,
সেই মূর্ত্তি এক দৃষ্টে চাহি মোর পানে।

১৪

সপ্তম বৎসর আজ যাহার কারণে
ত্যজি গৃহ পরিজন ভ্রমি দেশান্তরে,
জীব ধর্ম্ম উদ্‌যাপন, করি আশা বিসর্জ্জন,
চিরদুখী উদাসীন আজ যার তরে,
সেই মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া সম্মুখে অদূরে।

১৫

তেমতি সরল দৃষ্টি শৈশবের মত
কেবল যৌবনস্পর্শে অধিক উজ্জ্বল,
অর্থশূন্য দরশন, লজ্জাশূন্য চন্দ্রানন,
দেখিতে দেখিতে নেত্রে উথলিল জল,
অবরুদ্ধ দুখে প্রাণ হইল চঞ্চল।

১৬

বুঝে নাই প্রেম মম এখনো সরলে,
বুঝিবে না এ জনমে নাহি প্রকাশিলে,
হায়রে রমণী-মন, এত অন্ধ কি কারণ!
বুঝে না প্রণয় কেন নাহি বুঝাইলে,
ভাবে না ভাবনা নাহি প্রকাশ করিলে!

১৭

স্বল্প দিন হৈল গত দুইটি বৎসর,
ভাবী দম্পতীর মত ছিলাম দুজনে,

সেই দীর্ঘ দ্বিবৎসরে, কভু কি মুহূর্ত্ত তরে,
উঠে নাই প্রেম চিন্তা বাসন্তীর মনে,
পতিভাবে ভাবে নাই কভু কি নির্জনে!

১৮

আশার একটি বর্ণ বলিনি তখন,
এই পরিণাম হবে কেই বা জানিত,
প্রেমপূর্ণ দুনয়নে, দেখিতাম চন্দ্রাননে,
জীবনের সুখ স্বপ্ন—কিন্তু কে ভাবিত
দশম বর্ষীয়া বালা অবোধ যে এত!

১৯

অথবা বিস্মৃতি, যদি তাহাই নিশ্চয়,
খুলিব না সরলার স্মৃতির দুয়ার,
আপনি কাঁদিব দুখে, বাসন্তী ত রবে সুখে,
সেই চিন্তা সুখময়ী হইবে অপার,
সরল অন্তরে ব্যথা দিব নাক তার।

২০

কিন্তু কেন অশ্রুমুখী? কি দুখ অন্তরে,
প্রেম যদি নয় তবে অশ্রু কেন ঝরে?
রাজার নন্দিনী মত, ভুঞ্জে সুখ অবিরত
এত সুখে সুখী যেই, তাহার অন্তরে,
প্রেম-চিন্তা বিনা কোন দুখে অশ্রু ঝরে?

২১

জিজ্ঞাসিব ভাবি পুন দেখিনু চাহিয়া,
উথলিয়া পড়ে অশ্রু উজ্জ্বল নয়নে,
অঞ্চলে মুছি নয়ন, রুদ্ধ কৈল বাতায়ন,
মূর্খ আমি—প্রেম ইহা অন্তরে গোপনে
গলিয়া গলিয়া আজ ঝরিল নয়নে।

২২

রুদ্ধ গবাক্ষের পানে রহিনু চাহিয়া,
ভাবিনু আবার মুক্ত হবে বাতায়ন,
ছুটিল উন্মত্ত মন, করিবারে উদ্‌ঘাটন,
নির্দ্দয় কঠিন কাষ্ঠ একটু মোচন,
হইল না দেখাইতে বাসন্তী-বদন।

২৩

আবার সন্ন্যাসী হ'ব বাসন্তীর তরে,
এ জীবনে এ সংসারে ফিরিব না আর,
বাসন্তীর মূর্ত্তি গড়ে, নিরজনে বক্ষে করে,
গোপনে কাঁদিব সুখে চুম্বি অনিবার,
এ জীবনে বাসন্তী ত হবে না আমার!

২৪

ভাল বেসে থাক যদি দুখিনী সরলে,
জনমের মত তবে হও বিস্মরণ,

বুঝেছি এ জন্মে আর, হইব না কেহ কার,
আশা মাত্র—চিন্তা মাত্র—অনন্ত জীবন,
আশা চিন্তা প্রাণেশ্বরি কর বিসর্জ্জন।

অকাল কোকিল।

১

কে বলে নাহিক আর বঙ্গের ভবনে
মধুর নিনাদী পিক, নীরব সে ধ্বনি
কাঁদাইয়া গৌড় জনে শ্রীমধু সূদনে
হরিল ভুবন-ত্রাস শমন যখনি।
নগরের প্রান্তভাগে উন্নত বদনে
অই যে উল্লাসে পিক মধুর ঝঙ্কারে,
"ভারত সঙ্গীত"রাগ সুগম্ভীর তানে
"আর ঘুমাওনা" বলি জাগায় সবারে।

২

কাব্য বিটপীর শাখে বসিয়া বিরলে
মরি কি মধুর স্বরে সুললিত গায়!
কখন আনন্দ ভরে, কভু অশ্রুজলে
ঢালিয়া সঙ্গীত-স্রোত জগত ভাসায়,

অকাল কোকিল আহা অযত্ন লালিত,
স্বর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ ব্রিটিশ-প্রাঙ্গণে,
সভয়ে মনের ত্রাস না হয় স্ফুরিত
না পারে ভ্রমিতে সুখে সাহিত্য-কাননে।

৩

আজ যদি সেই দিন হ'ত সে কানন
বেদব্যাস কালিদাস বাল্মিকী যেখানে
অবাধে গাহিল গান পূরিয়া গগন,
হিমাদ্রি কুমারী যুড়ি পূরিল নিক্কণে।
কিম্বা সেক্ষপীর যথা বিমোহন স্বরে
ছুটাইল সঙ্গীতের তরঙ্গ প্রবল,
বাইরণ্ মিলটন্ যথা স্বাধীন অন্তরে
গাহিল ললিত স্বরে সঙ্গীত অমল,

৪

সে বসন্ত হ'ত যদি, হ'ত সে কানন,
সে সুখ তটিনী যদি রহিত হেথায়,
চরণ শৃঙ্খল যদি হইত মোচন
বুঝিতাম অই পাখি কি মধুর গায়।
অন্তরে মরম দুখ পরাণে যাতনা
পরের প্রসাদ ভোজী অনার্য্য ভবনে,

ফুটালে ফুটেনা ত্রাসে মনের বাসনা
তুষিবে সবার মন সঙ্গীতে কেমনে!

৫

একবার খুলে দাও চরণ শৃঙ্খল
সাজাও তেমতি করে বঙ্গের ভবন,
ফুটাও তেমতি করে জাহ্নবীর জল
সেই রবি শশী শূন্যে করুক ভ্রমণ।
শান্তির নিকুঞ্জ করি সন্তোষ লতায়
সরস বসন্তে ডাক করিয়া যতন,
তুলিয়া প্রমোদ কলি গাঁথিয়া মালায়
উল্লাস চন্দন তায় করিয়া লেপন—

৬

নিকুঞ্জের চারি ধারে দোলাও যতনে,
শুনিবে তখন পাখি কি মধুর স্বরে
গাহি সুললিত গান হতাশ শ্রবণে
বর্ষিয়া পীযূষাসার তুষিবে অন্তরে।
হায় রে সে সাধ পূর্ণ হবে কি কখন!
সরস বসন্তে কভু এ বঙ্গ ভিতরে
মাতায়ে আমার মন—মাতায়ে ভুবন
গাহিবে কি পিক আর বিমোহন স্বরে!

৭

হবে না সে সাধ পূর্ণ, শুনিব না আর
পরাণ মাতান গীত কোকিলের স্বরে,
গাও তুমি পিকবর তোমারি ঝঙ্কার
শুনিব আনন্দ ভরে উল্লাস অন্তরে,
নিরব এ বঙ্গে আজ তব কুহুস্বরে
হাসিব কাঁদিব কিম্বা মাতিব হরষে,
জাগে যদি আর্য্যাবর্ত্ত—তোমারি ঝঙ্কারে
সিন্ধু হতে ব্রহ্ম খত্র জাগিবে উল্লাসে।

৮

হৃদয়ের তুষানল নয়নের জলে
নিবায়ে আনন্দ মনে গাহ একবার,
দুখী বঙ্গবাসী প্রাণে গীত রস ঢেলে
শুষ্ক হৃদয়েতে কর সুধার সঞ্চার।
বন্দী যথা রুদ্ধ বাসে নিবান্ধব পূরে
সুদূর কোকিল কণ্ঠে জুড়ায় যাতনা,
তেমতি এ বঙ্গবাসী তব সুধাস্বরে
ভুলিবে ঈষৎ ভাবে দাসত্ব যাতনা।

হৃদয়ে হৃদয়ে যদি সম্ভবে উত্তর।*

১

হৃদয়ে হৃদয়ে যদি সম্ভবে উত্তর
তবে কেন নাহি বুঝে সে আমার মন!
হৃদয়ের তারে তার বাজিছে সঙ্গীত যার
সে কেন বুঝে না তার একটি বচন!
নীরবে চীৎকার করে, ডেকেছি অন্তর ভরে
তথাপি তুলিয়া আঁখি দেখেনি কখন
নীরব উত্তর হায়—প্রেমের স্বপন!

২

হৃদয়ে হৃদয়ে আর, নয়নে নয়নে
হায়রে সম্ভব যদি হইত উত্তর
সে অতুল রূপ রাশি, সে অমিয়মাখা হাসি
হেরিলে ছুটিত আশা প্রাণের ভিতর।
উজ্জ্বল নয়নে তার, সুনীল তারার পানে
দেখিলে বিদ্যুৎ বেগে নাচিত অন্তর
অমনি আদর করে, সঁপিয়াছি প্রাণ মন
তবুত বুঝেনি তার একটি বচন

---

* গ্রন্থ মধ্যে এরূপ যে দুই একটি কবিতা আছে, গ্রন্থকারের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদীয় জীবনের ঘটনার সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে।

৩

সে যদি বুঝেনা তবে কেন আশা তার ?
"কেন আশা তার"—হায় হায়রে নিষ্ঠুর !
ভাসায়ে দিয়েছি মন যে প্রেমের স্রোতে
যেই প্রেমে আজ মম জীবন মরণ !
তেয়াগি সংসার সুখ, অন্তরে উদাসী হয়ে
লুকায়ে অন্তরে যারে করি দরশন
কোন্ প্রাণে আশা তার দিব বিসর্জ্জন ?

৪

দিব বিসর্জ্জন—কিন্তু কিছু দিন পরে
নহে কিন্তু মধু মাখা প্রণয় তাহার
অন্তরে অন্তরে যাহা, জীবনের স্রোতসহ
বহিয়া বহিয়া আজি হইল অপার
এ জীবনে সেই প্রেম শুকাবে না আর।
বারেক গোপনে তারে, বলিব প্রাণের দুঃখ
তথাপি সে যদি নাহি হয় রে আমার,
প্রাণ সহ বিসর্জ্জিব দুরাশা তাহার।

৫

নিষ্ঠুর ভাবনা কিন্তু ;—জাগ্রতে স্বপনে
যেই শশী-মুখ খানি বাসিয়াছি ভাল

তৃষিত চাতক মত, যার প্রেম আস্বাদনে
যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে ভ্রমিনু সংসারে,
যে নিবিড় তনুখানি, নিরখি শিহরি প্রাণ
ছুটিত উন্মত্ত হয়ে হৃদয়ে রাখিতে
হেন মধুমাখা আশা হেন জীবনের সুখ
জনমের তরে কিরে হবে বিসর্জ্জিতে !

৬

বিসর্জ্জিতে হবে যদি দেখিলাম কেন ?
দেখিলাম যদি—কেন বাসিলাম ভাল !
না বুঝে হৃদয় তার, কেন প্রাণ আপানার
দিলাম ভাসায়ে তার রূপের প্রবাহে,
এতই তরঙ্গ যদি বিরাজিছে তাহে ?
বসন্ত মারুত মত, ছড়ায়ে যৌবন রাশি
প্রণয়ের দেবীরূপে সম্মুখে যখন
দাঁড়াইল, কেন নাহি মুদিনু নয়ন !

৭

নিষ্ঠুর বিধাতা ! কেন খণ্ডিলে লিখন,
সুখের সম্বন্ধ সেই প্রেমের অঙ্কুর ?
কেন ভাঙ্গি সে রতনে, সমর্পিলে অন্য জনে ?
হায় রে সে যদি আজ হইত আমার !

বক্ষঃস্থলে রাখি তারে, দিবানিশি দুনয়নে
হেরিতাম শুধু তার রূপের ভাণ্ডার;
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ভুলি; শুধুই অলকা গুলি
সরায়ে বদন খানি চুম্বিতাম তার !

৮

বলরে সমাজ তুমি উন্মাদ আমারে—
পাপ দেশাচার তুমি কর তিরস্কার—
বলিব চীৎকার করে, শুনুক জগত আজ
পাপের সম্পর্ক নাই এ প্রেমে আমার।
পবিত্র অন্তরে তারে, কেন না বাসিব ভাল
পাপ-শূন্য প্রেম হায় নাহি কি ভুবনে ?
এ স্বর্গীয় প্রেম মম, বুঝিবে না এ সংসারে
নিষ্ঠুর নরক সম সমাজ যেখানে।

৯

কেন না বাসিব ভাল—কেন দেখিব না
অতুল যে রূপখানি নিখিল ভুবনে ?
সুন্দর গোলাপ মত, শুধু যদি দেখি তারে,
নিষ্ঠুর সমাজ ! বল কি দোষ তাহায় ?
সুন্দর রতন ভাবি, চুম্বিলে অধর তার
বিকচ নলিনী ভাবি, রাখিলে হৃদয়ে

জুড়ায় হৃদয় যদি, কি ক্ষতি সমাজ তোর,
কি দোষ তাহাতে হায় বল না আমায় ?

১০

দেখিব—বাসিব ভাল জীবনে সতত
বিসর্জ্জিব প্রাণ যদি হয় প্রয়োজন ;
কিন্তু দিনেকের তরে, হবে নাকি সে আমার
লভিব না কিরে তার একটি চুম্বন !
হৃদয় বিদীর্ণ হও, তাই যদি থাকে ভালে,
কেন মৃগতৃষ্ণিকার কর অন্বেষণ !
দেখ রে জগত আজ, হৃদয় বিদীর্ণ করি
সহিয়াছি কত ব্যাথা তাহার কারণ ;

১১

সেও যদি বাসেভাল—হায় রে দুরাশা !
সেও বাসিয়াছে ভাল—হায় রে স্বপন !
কেমনে বুঝিলে তুমি, সেও বাসিয়াছে ভাল ?
সেই দৃষ্টি ? সেই লজ্জা ? সেই সে বচন ?
সকলি সরল সে যে, কোথায় প্রণয় তার ?
তুমি ভাল বাস বলে, মধুর তেমন।
বিশাল জগতে আজ কে আছে সুহৃদ্ হেন
কে দিবে বলিয়া তার হৃদয় কেমন !

১২

এক দিন সঙ্গোপনে ডাকিয়া তাহায়
আছাড়ি চরণে পড়ি, বলিব মনের দুঃখ।
কিন্তু সেই ভাষা হায় পাইব কোথায় ?
কত দিন, কত বার বলিব বলিব ভাবি,
হৃদয়ের কথাগুলি তুলেছি বদনে
নিষ্ঠুর শরম হায়! চাপিয়া ধরিত মুখ,
মথিত হইত প্রাণ অন্তর বেদনে,
তথাপি সে কথা হায় ফুটেনি বচনে।

১৩

এস তবে শশধর নামিয়া ভূতলে,
লিখেদিই তব অঙ্গে দুইটি চরণ,
হেরিলে তোমার পানে, পড়িবে নয়নে তার
প্রাণের লুকান কথা, বুঝিবে বেদন।
এস চিত্রপট, লিখি, তোমার চরণ তলে,
এত অন্ধ কেন, হায় রমণীর মন।
হেরিবে যখন তোরে হয়ত বুঝিবে হায়
কে লিখিল—কে কাঁদিল—তাহার কারণ।

১৪

আবার আবার মন কেন সে দুরাশা
নহে তাহা ভাল বাসা—নহে তাহা প্রেম।

কেন দুঃখী জিজ্ঞাসিত হৃদয় কোমল বলে।
হৃদয় কোমল বলে করিত যতন।
কিন্তু সেই দীর্ঘ শ্বাস ?—স্থির হও মন।
তবে কি সে বাসে ভাল আমার মতন ?
সেই দীর্ঘ শ্বাসে কিন্তু হৃদয়ের সিন্ধু মম
করিয়াছে আকুলিত জন্মের মতন।

১৫

"কেন দুঃখী ?"—হা হৃদয়! পাষাণ পরাণ
কেন না বিদীর্ণ হলি সম্মুখে তাহার,
কেন দুঃখী সুবদনে ? বস তবে এই খানে,
কি দুঃখ আমার মনে বলিব এবার,
কোথা হতে এ অনল, বলিব কে দিল জ্বালি,
বারেক তাপিত বক্ষেঃ এস এক বার,
বারেক হৃদয়ে ধরি, বারেক চুম্বন করি,
দেখাব চিরিয়া প্রাণ কি দুঃখ আমার।

১৬

কি দুঃখ আমার মনে বলিব তোমায়—
প্রকৃতি গম্ভীর হও, পবন নীরবে বও,
যামিনী আঁধার হও, ডোব শশধর,
নীরবে হৃদয়'পরে, চাপিয়া শ্রবণ তার

বারেক শয়ন কত মুহূর্ত্তের তরে,
হৃদয়ের তারে তারে বাজিছে দুঃখের গীত,
শুনিবে এখনি, মৃদু প্রতিধ্বনি তার,
বুঝিবে জীবনে মোর সঙ্গীত কাহার

সমরসাহী-বিদায়।

১

মধুর সায়হ্নে, প্রমোদ উদ্যানে,
সরসী-সলিলে, সঙ্গিনীর সনে,
সুবর্ণ তরীতে, হরষিত চিতে,
চিতোরের রাণী পৃথা বিহরে।

২

হৃদয়ের হর্ষ বিকাশে নয়নে,
চারু মৃদু হাসি ফুটিছে বদনে,
কুঞ্চিত কপোলে, যৌবন উথলে,
রজতের দাঁড়, শোভিছে করে।

৩

মত্ত হংসরাজ, গ্রীবা উচ্চ করি,
আসিছে সাঁতারি, পরশিতে তরী,
তরী বহি যায়, ধরিতে না পায়,
উঠে হাস্যধ্বনি, রমণী-মণ্ডলে।

৪

হেন কালে আসি এক সহচরী,
কহিলেক উচ্চে আন কূলে তরী,
চিতোর-রাজন, স্নাজ্ঞী দরশন,
আশয়ে দাঁড়ায়ে, তরুর তলে।

৫

চিতোর-রাজন!—বলি মৃদু স্বরে,
ত্যজি দাঁড় পৃথা, দাঁড়াইল ধীরে,
সোপান তরীতে, নাহি পরশিতে,
ত্বরিত চরণে উঠিল তীরে।

৬

দূরে তরু-তলে, চাহি সরঃ পানে,
ভ্রমিছে সমর সুমন্দ চরণে,
বিষন্ন বদন, নিষ্প্রভ নয়ন,
ম্লান ভানু যেন অস্তের শিরে।

৭

নিরখি সে বেশ হইয়া উতলা,
প্রাণেশের পাশে ছুটিলেক বালা,
কুণ্ডল সঘনে, দুলিল পবনে,
হেরিল সে বেশ রাজন ফিরে।

৮

"নাথ" বলি বক্ষে জড়ায়ে অমনি,
তরুর শাখায় যেমতি ফণিনী,
চাহি মুখ পানে, কাতর বচনে,
জিজ্ঞাসিল কেন মলিন বেশ।

৯

চুম্বিয়া ললাটে, চুম্বিয়া নয়ন,
বিষাদ, গম্ভীরে কহিল রাজন,
"বুঝিবে কি পৃথে, কি ভাবনা চিতে,
রমণী কি বুঝে বীরের ক্লেশ?"

১০

"নারীর হৃদয়, সুধুই কোমল,
প্রেম অভিমান অভিনয়-স্থল,
সমর ভাবনা, প্রেয়সি জান না
বুঝিবে না তুমি চিন্তা আমার।"

১১

"সঙ্গিনীর সনে, সরসী-সলিলে
ভাসি তরি'পরে বড় সুখে ছিলে,
কায নাই শুনে, কি ভাবনা মনে,
চাহি না হরিতে সুখ তোমার।"

১২

"চাহ না হরিতে সুখ আমার!
তবে কি হে নাথ, তবে কি আবার,
যাইবে যুঝিতে, যবনের সাথে,
তাই চিন্তাকুল সমর স্মরিছ!"

১৩

"কিন্তু নাথ আমি তোমার রমণী,
দিল্লী-অধিপতি, পৃথুর ভগিনী,
ছার ম্লেচ্ছরণে, রব তব সনে,
কি চিন্তা?—আমি কি সমরে ডরি!"

১৪

"নিত্য তুমি যাও করিবারে রণ
নিরখিয়া আমি করিয়া যতন
শিখেছি সমর, দেখ প্রাণেশ্বর!
মম রঙ্গভূমি, কুঞ্জ ভিতরে।"

১৫

"অসি যুদ্ধ করি প্রমীলার সনে,
শৈলবালা সাথে যুঝি ধনুর্ব্বাণে,
সুকোমল-কায়, ভেবোনা পৃথায়,
পৃথা আর নাহি ডরে সমরে।"

১৬

"হাসিয়া রাজন প্রমোদের ছলে,
অঙ্গুলি প্রহারি সুগোল কপোলে,
চারু কর ধরে, কহিল গম্ভীরে,
যাব দিল্লীধামে এই নিশাতে।"

১৭

"শিখেথাক রণ, হইয়াছে ভাল,
শিখ ভালকরে আর কিছু কাল,
যদি রণে পড়ি, তুমি অসি ধরি,
রক্ষিও চিতোর সঙ্গিনীসাথে।"

১৮

"বিদায় প্রেয়সি! দেহ আলিঙ্গন,
বাঁচি যদি রণে পাবে দরশন"
চুম্বিল কপোল, চুম্বিল কুণ্ডল,
চুম্বি ওষ্ঠ পুনঃ বলি "বিদায়।"

১৯

ফিরায়ে নয়ন যেই অগ্রসর
অমনি ত্বরিতে ধরে পৃথা কর,
সজল নয়নে, চাহি ক্ষিতি পানে,
রহিল বিষাদে বিহ্বল প্রায়।

২০

ক্ষণেকের পরে মুছি নেত্র নীরে,
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস বলে ধীরে ধীরে,
"কেন আজ হেন, কেঁদে ওঠে মন,
অশুভ ভাবনা কেন বা হয়!"

২১

"নহে নাথ আজ প্রথম বিদায়,
কত শত বার পাষাণীর প্রায়,
এই কর ধরে এই নেত্র নীরে,
দিয়াছি বিদায় ত্যজিয়া ভয়।"

২২

"স্বহস্তে পরায়ে দিয়েছি বর্ম্মণ,
বাঁধিয়া দিয়েছি নিজে সারসন,
শিরে শিরস্ত্রাণ পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ,
তখন ত এত কাঁদেনি মন।"

২৩

"আজ কেন নাথ হেন অলক্ষণ !
পাষাণীর কেন ঝরিল নয়ন !
কে যেন অন্তরে, বলিতেছে ধীরে,
'ভাঙ্গিল রমণী কপাল তোর।'

২৪

"না না নাথ আজ একাকী-তোমারে,
দিব না যাইতে দুর্ব্বার সমরে,"
বলিয়া ত্বরিতে কটিদেশ হ'তে
খুলিয়া লইল প্রখর অসি।

২৫

বাম করে অসি করিয়া গ্রহণ
কহিল গম্ভীরে সমররাজন,
"এ কি ভাব পৃথে, এত ভয় চিতে,
এত ভীরু আজ কেন প্রেয়সি ?"

২৬

"কোথা আজ তব সমরের আশা ?
কোথা তব সেই তেজস্বিনী ভাষা ?
ভুলিলে সকল ? ছি ছি নেত্রে জল !"
মুছাইল নেত্র যতন করি।

২৭

"নহে নাথ ইহা অমূল লক্ষণ"
বলি পৃথা ধীরে তুলিল নয়ন,
সরায়ে কুন্তল, মুছি নেত্র-জল,
গ্রীবা উচ্চ করি দাঁড়াল সরি।

২৮

"অমূল এ ভয় নহে কদাচন,
অকারণে বক্ষ কাঁপেনি কখন"
প্রাণেশের কর রাখি বক্ষোপর
"দেখ নাথ হৃদি সঘনে কাঁপে।"

২৯

"নারী আমি— কিন্তু হৃদয় আমার
নহে প্রাণেশ্বর! শিশু বালিকার,
শত শত বার, কঠিন প্রহার,
সহেছি কখন তবু না তাপে।"

৩০

"দেখেছি দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিখরে
রণ-বেশে তোমা অশ্বের উপরে,
পার্শ্বে শত্রু দল, করে কোলাহল,
তবু তিল মাত্র কাঁদেনি মন।"

৩১

"কোথা দিল্লী কোথা চিতোর নগর !
কোথায় যবন কবে বা সমর !
আজ অকস্মাৎ, কেন প্রাণনাথ ?
বালিকার মত ঝরে নয়ন ?"

৩২

"নিষেধ করি না করিতে গমন,
যাও প্রাণেশ্বর কর জয় রণ।
কিন্তু যে বিষাদে, আজ প্রাণ কাঁদে,
দুখিনীর ভালে যদি তা ফলে"—

৩৩

"জনমের মত হ'ল উদ্‌যাপন
জীবনের ব্রত, শেষ দরশন,
কিন্তু ভেবো মনে, রণে প্রতিক্ষণে,
দুখিনীরে এই নয়ন-জলে।"

৩৪

"কি বলিব আর ক্ষত্রিয়-রমণী
কি বলিবে নাথ সহজে পাষাণী ;
অন্তর পুড়িবে নয়ন ঝরিবে,
নাহি নিষেধিবে পতিরে রণে।"

৩৫

মস্তকের কেশ করিয়া ছেদন,
কৃপাণের গলে করিয়া বন্ধন ;
"এই চিহ্ন নাথ লহ তব শাথ,
আর যত চিহ্ন রহিল মনে !"

৩৬

"নারীধন্য তুমি" বলিয়া রাজন,
বাম করে অসি করিয়া গ্রহণ
ত্বরিত চরণে, চলিল তোরণে,
পৃথার অমনি ঝরিল আঁখি।

৩৭

দৃষ্টির অতীত হইলে রাজন,
ত্যজি শ্বাস পৃথা তুলিল নয়ন,
বসি জানু'পর, যুড়ি দুই কর,
চাহি ঊর্দ্ধ পানে কহিল ডাকি—

৩৮

"হে অনাথনাথ ! কেন কাঁদে মন ?
দুখিনীর ভাগ্যে কি আছে লিখন !
কেন অমঙ্গল, ভাবনা কেবল ?
উথলিছে আজ হৃদয়ে মম !"

৩৯

"দুর্ব্বল করিয়া গঠিলে রমণী,
পুনঃ দুঃখ দিতে বীরের পতিনী,
ঢালিয়া প্রণয়, গঠিলে হৃদয়,
পাষাণের বক্ষে কমল সম।"

৪০

"শিখাইলে নাথ স্বধু ভাল বাসা
পতির সোহাগ স্বধু এক আশা,
মিলনে হাসিতে, বিরহে কাঁদিতে,
কন্দুক-বিলাসী শিশুর মত।"

৪১

"শিখায়েছ যাহা শিখেছি যতনে,
ঢেলেছি হৃদয় পতির চরণে,
জীবন সম্বল, পতিই কেবল,
তবে কোন্ দোষে যাতনা এত ?"

৪২

"রমণী-হৃদয় সৃজিত তোমার,
কিন্তু নাথ তুমি যাতনা তাহার,
পার না বুঝিতে, পাও না দেখিতে,
নারীর যাতনা বিষম কত।"

৪৩

"সাগরের বক্ষ গিরির গহ্বর,
নহে নাথ এত নিভৃত প্রান্তর—
ভীষণ শ্মশান, আরণ্য বিতান,
নহে এত শূন্য—এ প্রাণ যত।"

৪৪

"এত ক্ষুদ্র কিন্তু বিশাল এমন,
কোমল অথচ ইহার মতন
দারুণ কঠিন, দারুণ প্রবীণ,
সৃজিয়াছ কিবা জগতে আর।"

৪৫

"বল জগদীশ জীব-লীলা-স্থলে,
কাঁদিতে কি স্বধু রমণী সৃজিলে ?
আশা-পূর্ণ মন, করিয়া সৃজন,
সহিষ্ণুতা শিক্ষা স্বধুই তার !"

৪৬

সহসা ত্বরিতে মুছিয়া নয়ন
দাঁড়াইল পৃথা বিস্ফারি লোচন,
আবদ্ধ কুন্তল, আরক্ত কপোল,
উন্নত উরসে স্খলিত বাস।

৪৭

স্থল-কমলিনী উন্নত শাখায়,
প্রভায় ভানুর কাঞ্চন আভায়,
শোভিয়া যেমন, নিরখে গগণ,
উছলিয়া দলে ভানুর আস।

৪৮

নিরখি তোরণ কহিল গম্ভীরে
"ধীরের প্রতিজ্ঞা কখন কি ছিঁড়ে ?
রে অশান্ত মন, ভ্রান্ত কি কারণ,
কবে দেখিয়াছ ফিরিতে তাঁয় !"

৪৯

"কে বলে দুশ্ছেদ্য নারীর প্রণয়,
নাহি বাঁধে যদি ধীরের হৃদয়,
(পুরুষ ত সেই, রণ-প্রিয় যেই,
বীর বনা প্রেম শোভয়ে কায় ?)"

৫০

"অথবা প্রণয় দুর্ব্বল আমার,
নাহি শক্তি হৃদি বাঁধিতে তাঁহার,
কিবা সে প্রণয়, বীর বদ্ধ যায়,
কি সুখী সে নারী জানে যে তাহা।"

৫১

"ফিরিলে এ বার প্রাণেশ আমার
শিখিব বাঁধিতে হৃদয় তাঁহার
হাব ভাব হাসি সঙ্গীত বা বাঁশী
শিখিব তাঁহার বাসনা যাহা।"

প্রেম-প্রপাত।

১

কৈ প্রিয়ে নিবিল না মনের বেদনা!
ভেবেছিনু অদর্শনে, ভুলিব সে আলিঙ্গনে,
ভুলিব সে বিদায়ের প্রগাঢ় চুম্বন,
নিবিবে এ বিরহের প্রচণ্ড দহন।

২

নিবিল না প্রিয়তমে দারুণ যাতনা,
যতক্ষণ রহে জ্ঞান, নাহি হয় অবসান,
পাষাণ—তাই ত হৃদে দ্বিগুণ বেদনা;
পাষাণে যাতনা কত সরলা বুঝে না।

৩

পাষাণ না হ'ত যদি পুরুষের মন
য অনল পক্ষে জ্বলে ভস্ম হ'ত কোন কালে,
পাষাণে অনল দিলে উত্তাপে কেবল
দ্রোবে না পোড়ে না স্থধু উত্তাপে প্রবল।

৪

পাষাণ হইত যদি তোমার ও মন
বুঝিতে যন্ত্রণা কত, দগ্ধ হ'য়ে অবিরত,
দুই বিন্দু অশ্রু ঝরে মনের দেবনা ?—
পাষাণ অন্তরে প্রিয়ে কখন নিবে না।

৫

যে অনল জ্বেলে গেছ প্রেয়সি অন্তরে,
দিবা নাই, রাত্রি নাই, দণ্ড নাই পল নাই,
জ্বলিতেছে অবিরল স্থধু ধূধূ করে,
নিবে না প্রাণের জ্বালা মুহূর্ত্তের তরে।

৬

আমারি নয়নে কিম্বা প্রকৃতির গায়,
রূপের চরম নিয়ে, প্রেমের পীযূষ দিয়ে,
অঙ্কিত করেছে কেহ আলেখ্য তোমার,
নিরখি প্রেয়সি তোরে তাই অনিবার ;

৭

ফুলে ফলে শূন্যে জলে দেখি যেই খানে,
জড়ায়ে আমার বক্ষে, ছল ছল দুই চক্ষে,
চেয়ে ছিলে মোর পানে বিদায়ের দিনে,
জীবন্ত সে মূর্ত্তি আমি নিরখি নয়নে।

৮

সেই মূর্ত্তি—সেই সুখ—স্বর্গ ধরাতলে।
যে আছ সন্ন্যাসী কুলে, বারেক নৈরাশ্য ভুলে,
একবার দৃষ্টি তুলে কর দরশন,
সংসারে নন্দনবন প্রিয়ার বদন!

৯

আর তুমি হে উদাসি! মুছি অশ্রু জল,
মনের মালিন্য ভুলে, দেখ দেখি নেত্র তুলে
বারেক প্রণয় ভরে প্রিয়ার বদন,
কাল রূপে তোষে কত তোমার ও মন।

১০

সংসারে নন্দনবন প্রিয়ার বদন,
কোথায় নন্দন আজ—কোথায় অমর রাজ!
কোথা তুমি কোথা আমি, প্রেয়সি আমার!
চারি দিক শূন্যময় মরু পারাবার।

১১

কি বুঝিবে কত ব্যথা আমার অন্তরে,
সেই আমি, সেই স্থান, সেই আঁখি সেই প্রাণ,
সেই নিশি সেই শশী এ শয়নো সেই
সকলি তেমতি কিন্তু সে আনন্দ নেই!

১২

এই স্থানে—হেরি যেন প্রত্যক্ষ নয়নে,
কত দিন প্রেম ভরে, চুম্বিয়া'ছি বিম্বাধরে;
হাসিয়ে অঞ্জলি চাপি ঢাকিতে বদন,
মুগ্ধ নেত্রে হেরিতাম পূর্ণ চন্দ্রানন।

১৩

বলে ছিলে এক দিন আছে কি স্মরণ?
"হ'তেম বিহঙ্গ যদি, দুই জনে নিরবধি,
উড়িয়ে মেঘের কোলে সুখে ভ্রমিতাম,
নদ নদী বন গিরি কত দেখিতাম।"

১৪

চাহি না বিহঙ্গ হ'য়ে উড়িতে গগণে,
পতঙ্গ হতেম যদি, লঙ্ঘিয়া এ ক্ষুদ্র নদী,
বারেক প্রেয়সি তোরে বুকে করিতাম,
এ ঘোর যাতনা ভুলি সুখে রহিতাম।

১৫

বুঝিলে কি প্রিয়তমে মনের বেদনা ?
শুষ্ক হেরি এ নয়ন, ভেবেছ পাষাণ মন,
তরল হইত যদি বেদনা আমার,
হইত নয়ন জলে কত পারাবার।

১৬

বালিকা এ প্রেম তুমি বুঝিতে নারিবে,
সিন্ধুর পরিধি আছে, গগণেরও অন্ত আছে,
কালের অনন্ত সীমা হয় নিরুপন ;
অনন্ত এ প্রেম মম বিশ্বে অতুলন।

সায়হ্ন-চিন্তা।

১

নিদাঘ সায়হ্ন দূর নয়ন সীমায়
স্পর্শিয়াছে যেই থানে আকাশ ভূতল,
অস্তমিত ভানু আভা মিশাইয়া যায়
বিকাশিছে গোধূলির ছায়া সুশীতল।
সেবিতে ছিলাম বায়ু প্রাসাদ শিখরে
গালিচায় বিস্তারিয়া ক্লান্ত কলেবর,

ভার্জিলের গ্রন্থখানি বক্ষের উপরে,
ভাবিতে ছিলাম ভীম ট্রোজন সমর।

২

মানব চিত্তের গতি বিচিত্র কেমন!
দেখিতে দেখিতে শূন্য সুনীল অম্বরে
লঙ্ঘিয়া জলধি সীমা অনন্ত যোজন,
প্রবেশিল ট্রয়-রাজ্যে মুহূর্ত্ত ভিতরে।
আবার মুহূর্ত্ত নাহি হইতে অতীত,
ফিরিল ভারতবর্ষে বিদ্যুত গমনে।
চক্ষের পলক নাহি হইতে পতিত
অবনীর দুই প্রান্ত হেরিল নয়নে।

৩

ভারতের চিত্রপট সম্মুখে এখন—
স্থির চিত্তে দেখিলাম কতক্ষণ ধরে,
যে ট্রয় দেখিয়া এত বিস্ময়ে মগন
সেই ট্রয় দেখিলাম নগরে নগরে।
যে বীরত্বে হেক্‌টর আছিল দুর্জ্জয়,
সে বীরত্ব কুরুক্ষেত্রে রাশিকৃত পড়ে,
যে রূপের তরে ভস্ম হয়েছিল ট্রয়
সে সৌন্দর্য্য ভারতের কুটিরে কুটিরে।

৪

কুরুক্ষেত্র—ভারতের বীরের শ্মশান!
বিঘত প্রমান ভূমি করহ খনন
কত ভগ্নধনু কত রক্তাক্ত কৃপাণ—
দেখিবে কতই ভগ্ন বিচিত্র কেতন।
আর কি দেখিবে?—হায় বিদরে হৃদয়!
হয় ত দেখিবে চূর্ণ অস্থি কয় খান,
যে বিরত্ব ভূমণ্ডলে আছিল দুর্জ্জয়,
চূর্ণ অস্থি মাত্র তার দেখিবে প্রমাণ।

৫

তথাপি বিলাত শ্রেষ্ঠ—বঙ্গের সন্তান!
কে দিল এ মোহমন্ত্র তোমার শ্রবণে?
মন-চক্ষে দেখ দেখি চিত্র দুইখান
কোন চিত্র রম্যতর উদিবে নয়নে।
বীরত্ব, সৌন্দর্য্য, কিম্বা সাহিত্য, প্রণয়,
পরস্পরে মিলাইয়া দেখ একবার,
ভারতের কোন বস্তু হীনপ্রভ হয়,
ভারতবর্ষেতে নাই কোন্‌টি ইহার?

৬

নাহি সে পিণাকধারী কর্ণ ধনঞ্জয়,
নাহি ভীম অভিমন্যু, নাহি গুরু দ্রোণ,
অপভ্রংশ আর্য্যবংশ তবু লুপ্ত নয়—
ভারতে ক্ষত্রিয় জাতি জীবিত এখন(ও)।
পরিচয় দিতে লিপি সরমে সিহঁরে,
আর্য্যবংশ অবতংস যে ক্ষত্রিয়গণ,

* * * * *

* * * * *

৭

তথাপি সে আর্য্যজাতি—গর্ব্ব আপনার—
ভুলে নাই, ক্ষীণগতি ধমনী ভিতরে
আর্য্যের শোণিত স্রোত ছুটিছে তাহার—
সত্য ধর্ম্ম দৃঢ়ব্রত এখনো অন্তরে।
একটি য়ূনানী বীর ক্ষত্র এক জন
দেখ দেখি কিছুক্ষণ নিবিষ্ট অন্তরে,
কাহায় বিরাজে উচ্চ বীরত্ব লক্ষণ
তেজ, বীর্য্য ; ধর্ম্ম-চিহ্ন আছে কোন নরে।

৮

পুরুষ অন্তরে থাক্, যেখানে রমণী
কৌতুক ভাবিয়া হাসি পশিত সমরে,
কোমল হৃদয়ে ভগ্ন হইত অশনি
তথাপি করিত রণ স্বদেশের তরে।
যদি নিজ পতি কভু ভঙ্গ দিত রণে,
কাপুরুষ ভাবি তায় হেরিত না মুখ।
রণে ভীত পুত্র যদি ফিরিত ভবনে,
কাটিত নিস্তেজ ভাবি স্বীয় স্তনযুগ।

৯

সৌন্দর্য্য—তাই বা কোথা ভারতে যেমন,—
এমন নিবিড় তনু কোথা ভূমণ্ডলে ?
এমন বঙ্কিম ভুরু—বিস্তৃত নয়ন,
এমন বলিব কিবা—আছে কি ভূতলে ?
এমন অনন্ত বাহী প্রেম-প্রবাহিনী !
নিস্বার্থ অনন্ত হেন চিত্ত বিনিময় !
প্রণয়ে রমনী—স্নেহে স্বরূপা জননী,
সুধু ইউরোপে কেন—নাহিক ধরায়।

১০

শ্বেতাঙ্গী মহিলা মত চঞ্চলা সাদিনী
অসার আমোদ-মত্তা পাবে না এখানে,

প্রেম, রূপ শোভে যাহে ভারত-রমণী,
পবিত্র প্রকৃত তাহা সুগভীর প্রাণে।
প্রেমে আলিঙ্গন দিবে, সমরে সাদিনী,
সঙ্গিতে ঢালিবে সুধা, আমোদে রঙ্গিনী,
সাহিত্যে হইবে সখী, সংসারে গৃহিণী,
বিপদে হইবে দাসী মরণে সঙ্গিনী।

১১

সাহিত্য বিলুপ্ত-প্রায় তথাপি এখানে
ছিন্ন বস্ত্র বিমণ্ডিত তালের পাতায়,
যে কবিত্ব যে পাণ্ডিত্য পড়ে অযতনে,
(ই)উরোপে নাহিক তাহা রয়েল ফর্ম্মায়।
তাপস বাল্মিকী বসি পর্ণের কুটিরে,
যে কবিত্ব স্রোত হায় করেছে সৃজন,
আভনের* উচ্চতর প্রাসাদ শিখরে
হয় নাই—হইবে না কভু সে কুজন।

১২

তবু কি বিলাত শ্রেষ্ঠ ?—বঙ্গের নন্দন
এখনো যদ্যপি তব ভ্রম নহে দূর—

* Stratford-on-Avon, birth-place of Shakspere.

নহ দোষী তুমি, তব কলঙ্কী নয়ন,
　সাধ্য-হীন নিরখিতে দৃশ্য সুমধুর।
বিলাতী শিক্ষায় কিম্বা হৃদয় তোমার,
　বিকৃত বিলাতী ছাঁচে হয়েছে গঠিত,
অসনে বসনে ওই লক্ষণ তাহার,
　উচ্চ বংশোদ্ভব, কিন্তু শিক্ষায় ঘৃণিত।

এক খানি চিত্র-পট দর্শনে

১

অবিকল মূর্ত্তিখানি! সুন্দর অঙ্কিত!
সৌন্দর্য্য সকলি তার হয়েছে চিত্রিত।
এমনি সুন্দর বটে তাহার বদন!
এমনি বিস্তৃত বটে তাহার নয়ন!
এমনি গম্ভীর বটে প্রকৃতি তাহার!
তাহার ঈষৎ হাঁসি এমনি সুধার!
গ্রন্থ হাতে রূপ তার এমনি সুন্দর!
ঠিক যেন সেই এই, ধন্য চিত্রকর!
সুটানা নয়ন দুটি অর্দ্ধ নিমিলিত,
বঙ্কিম নিবিড় কেশে ভ্রূযুগ শোভিত।

অনতি-প্রশস্ত ভাল, চম্পক উজ্জ্বল,
কালিম তরঙ্গে তায় শোভিছে কুন্তল।
সূক্ষ্মশ্বেত রেখা সিঁথি, অতি সাবধানে
বিভাগি সুমঞ্জু কেশ অঙ্কিত যতনে।
সুবর্ণ মাকড়ি কর্ণে হীরক উজ্জ্বল,
পড়িয়ে নিটোল গণ্ডে চমকে চঞ্চল।
সুন্দর নাসিকারন্ধ্রে নোলক অচল,
ওষ্ঠাধর সূক্ষ্ম রেখা প্রেভেদে কেবল।
সেই অঙ্গ সে বরণ, সেই ভাব সে গঠন,
সজীব প্রতিমা যেন সম্মুখে আমার।
চিত্রপটে সব রয় কেবল চেতন নয়
চিত্রণের এ অভাব বড় অত্যাচার !

২

দেখিব না—দেখি যদি সুধুই দেখিব ;
এবার মানস মম টলিতে না দিব।
দগ্ধ করি চিত্রপট জ্বলন্ত অনলে,
বিসর্জ্জিব স্মৃতিচিহ্ন বিস্মৃতির জলে।
ভাবিব না !—চিত্ত বড় অবস এখন,
ভাবিলে তাহায় সুধু হইবে স্মরণ।
দিবারাত্রি অন্য মনে রব জাগরণে,
নিদ্রায় তাহারে পাছে নিরখি স্বপনে।

কাব্য উপাখ্যান পুন পড়িব না আর ;
পাতায় পাতায় প্রেম জাগিবে তাহার।
সকলি হইল—কিন্তু প্রাণের ভিতরে—
আশার সমুদ্র বল নিবারি কি করে !
নবীন বয়সে হায় তাপস কজন !
আপনার বশ বল কজনার মন !
যেখানে আঁখির তৃপ্তি, বাসনা সেথায়,
যেখানে বাসনা, আঁখি অতৃপ্ত সেথায়।
দুই যন্ত্রণার—তবু প্রত্যেক অন্তরে
স্বভাবের হেন ভাব কিহেতু বিহরে ?
যেখানে গভীর ব্যথা, কেন চিত্ত ধায় সেথা,
দুর্ল্ভ রতনে কেন এত প্রলোভন।
যেখানে নৈরাশ্য যত, সেখানে বাসনা তত,
মানবের হেন মোহ কিসের কারণ ?

৩

সংসারের পরিবর্ত্ত দেখি সর্ব্ব ঠাঁই,
হতাশ হৃদয়ে কেন পরিবর্ত্ত নাই !
শুষ্ক তরু-মূলে কর সলিল সিঞ্চন,
শাখায় শাখায় তার ধরিবে প্রসূন।
অতি জীর্ণ অট্টালিকা করহ সংস্কার,
তাহাও মোহিনী মূর্ত্তি ধরিবে আবার।

শুষ্ক সরসীর পঙ্ক করহ উদ্ধার,
কুমুদ কমল তায় ফুটিবে আবার।
মুমূর্ষে করাও যদি ঔষধ সেবন,
কালেতে সবল-দেহ হইবে সে পুন।
সংসারে যা কিছু ভাঙ্গা জোড়া যদি দাও,
আবার পূর্ব্বের মত দেখিবারে পাও।
ভগ্ন হৃদয়ের কেন পরিবর্ত্ত নাই,
যা গিয়াছে তাহা কেন ফিরিয়া না পাই।
চাহি না পার্থিব সুখ—চাহি না প্রণয়,
চাহি শুধু আমার সে প্রশান্ত হৃদয়।
হারায়েছি যেই মন, নাহি চাহি আর,
ফিরে যদি পাই সেই সন্তোষ আমার।
এ যে চিত্ত মরুময়, নিশ্বাস ঝটিকা বয়,
পলকে পলকে হয় বিষাদে চঞ্চল
মুদিয়াছি দু নয়ন, তবু হয় উদ্দীপন,
স্মৃতির শলাকা পর্শে প্রাণের অনল।

৪

আর একবার চিত্র করি দর্শন—
বড়ই দুর্ব্বল কিন্তু হতাশের মন।

বিষম সংযমে চিত্ত করিনু অটল,
নিরখিলে যদি হয় আবার চঞ্চল!
না হৃদয়—এ বাসনা কর বিসর্জ্জন,
কায নাই তুষানল করি উদ্দীপন।
পারি না যে—একবার—স্বধু একবার!
এই বার দেখি চিত্র দেখিব না আর।
নয়ন জন্মের মত কর দরশন,
হৃদয় জন্মের মত কর আকিঞ্চন।
দুর্লভ রতন বলি ভাবিতে যাহারে,
নিভৃতে আলেখ্য তার ধর বক্ষে করে।
মিটাও মনের সাধ করিয়া চুম্বন,
কাঁপ কেন?—ভয় নাই, চিত্র অচেতন।
সিহরিল চিত্র!—না না আমারি হৃদয়,
কাঁপিল আমারি ওষ্ঠ আলেখ্যের নয়।
আর না মিটিল সাধ, জন্মের মতন,
চিত্রের সহিত আশা দিনু বিসর্জ্জন।
চিত্র পট দগ্ধ হ'ল, কিন্তু কই স্মৃতি গেল,
প্রাণের ভিতরে দেখি সেই মূর্ত্তি তার!
এস কাল! মুছে ফেল, কেন মিছে এ জঞ্জাল,
এ ব্যাধির চিকিৎসক তুমিই আমার।

নিশীথ বিলাপ।

১

অস্ত যাও নিশানাথ সুদূর অম্বরে
অস্ত যাও তারাবৃন্দ—হাঁসিও না আর,
ডেকোনা কোকিল আর সুললিত স্বরে,
খুলে ফেল চারু বেশ প্রকৃতি তোমার,
আজ ভারতের ঘরে, সে আনন্দ নাহি নরে
মরম বেদনা বুকে, মুখে হাহাকার
অস্ত যাও জ্যোতিঃপুঞ্জ হ'ক অন্ধকার।

২

লুকাও সরসীকুল কুমুদ কমলে
সারস মরাল দল লুকাও সত্বর,
করোনা বিকাশ আর নব নব দলে,
লুকাও মুকুলে পুনঃ প্রসূননিকর।
সোহাগে ভাসায়ে কায় সুরভি মলয় বায়
এসো না ভারতে আর প্রণয়ের তরে,
প্রেমের অন্ত্যেষ্টি আজ ভারত ভিতরে।

৩

উঠ উঠ হিমাচল ঘুমাও না আর,
বারেক বদন তুলি কর নিরীক্ষণ,
অনাথা ভারতমাতা চরণে তোমার,
ভাসিছে শোকের নীরে যুগল নয়ন।
নাহি সে সুচারু বেশ, বিষাদে বিমুক্ত কেশ,
মরম-বেদনে তাঁর কাতর জীবন,
উঠ হিমাচল তাঁয় কর সম্ভাষণ।

৫

সৈকত-শয়ন ত্যজি সলিল ঈশ্বরি,
বারেক নেহার দীনা ভারত-জননী,
সকরুণ আর্ত্তনাদে শূন্য ভেদ করি
বিলাপেন রাজমাতা এবে অনাথিনী।
তোমার অতল কোলে, দুখিনীরে লহ তুলে,
রাখ এ মিনতি মম রত্ন প্রসবিনি,
ঘোষিবে এ কীর্ত্তি তব পূরিয়া মেদিনী।

৬

অয়ি শূন্যময়ী নীল অনন্ত-রূপিনি,
অনাথা দুখিনী-দুখ দেখিছ কেমনে!

করিয়ে অনল বৃষ্টি বজ্র প্রসবিনি,
নিবাও অভাগি-দুখ কৃপা বিতরণে ;
অথবা নিকটে আসি, লুকাও এ দুখরাশি।
তোমার সুনীল ওই ঘন আবরণে,
জননীর হেন বেশ অসহ্য নয়নে।

স্বপ্ন প্রতিমা।*

১

ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর খুলিনু নয়ন
এ ত সেই কক্ষ, কিন্তু কোথা সে স্বপন।
মুদিনু নয়ন পুন,
যদি পাই দরশন,
হা! পোড়া কপাল নিদ্রা আসিল না আর!
কোথা স্বপ্ন কোথা আমি সে প্রতিমা কার।

* কোন সুহৃদের অনুরোধে এই কবিতাটি লিখিত হয়।

২

বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি গবাক্ষ-সদনে
বসিনু কাতর মনে চাহিয়া গগনে।
সুদূর গগন-কোলে
শশাঙ্ক পড়েছে ঢলে,
বিদায়ের ম্লান হাঁসি নিশির অধরে,
নিষ্প্রভ তারকা গুলি ডুবিছে অম্বরে।

৩

সহসা স্মৃতির দ্বার হইল মোচন,
আবার ভাসিল মনে সে সুখ স্বপন।
চূর্ণ শশীরাশি করে
রমণীর মূর্ত্তি গড়ে
দেখাইয়া ছিল স্বপ্ন যেই প্রতিমায়,
দেখিনু মানস-নেত্রে গগনের গায়।

৪

সুধামাখা সেই হাঁসি ফুটন্ত অধরে,
সুটানা নয়নে মরি সেই দৃষ্টি ঝরে,
সেই নাশা সেই ভুরু
সে উরস সেই ঊরু।
অবিকল সেই মূর্ত্তি স্বপনে যাহারে
দেখিয়াছি মুগ্ধ নেত্রে, উন্মত্ত অন্তরে।

৫

বিস্মিত নয়নে তারে হেরি বার বার
চিনিতে নারিনু তবু সে প্রতিমা কার
হাসিয়া অঙ্গুলি তুলি
ঈষৎ উত্তরে হেলি
প্রতিমা দেখায়ে দিল বিচিত্র কানন।
পশিল শ্রবণ-মূলে "আছে কি স্মরণ।"

৬

"আছে কি স্মরণ?"—একি! অধিক বিস্ময়ে
আদিষ্ট উদ্যান পানে দেখিলাম চেয়ে।
সকলি স্বপনময়
প্রকৃতি ঘুমায়ে রয়,
তরুরাজি-কোলে এক চারু সরোবর,
সলিল হিল্লোল গুলি করে থর থর।

৭

সেই সরসীর ক্ষিপ্ত হিল্লোলের গায়,
বালক বালিকা দুটি ধীরে ভেসে যায়,
এক বৃন্তে বাঁধা যেন,
দুইটি কমল হেন,
পরস্পরে ধরি কর সন্তরণ করে,
"চেন কি এ দুই মুর্ত্তি?" শুনিনু অচিরে।

৮

চিনিব না কেন—হায়! কিন্তু কেন আর
শৈশবের সেই চিত্র নয়নে আমার!
ওযে সেই সরোবর
সেই তরু মনোহর,
সেই তীর—সে সোপান, বাল্য-ক্রীড়া স্থল,
চির পরিচিত মম ওই সে হিল্লোল।

৯

ওই মোরা দুই জনে, হায় রে সে দিন!
এখনো তেমতি নব—হয়নি প্রবীন,
বাল্য আনন্দেতে হেঁসে,
হিল্লোলে চলেছি ভেসে,
ওই সেই শিশু আমি, শিশু-বিনোদিনী,
শৈশব-হৃদয়ে মম প্রফুল্ল নলিনী।

১০

কোথায় সে দিন আজ! কোথায় দুজন
কোথা শৈশবের সেই প্রিয় আকিঞ্চন!
কালের ভীষণ স্রোতে
দুই জনে দুই পথে
বৃন্ত-চ্যুত এখনো সে ক্ষত বক্ষঃস্থল।
ডুবিয়া বিস্মৃতি-জলে হয়নি শীতল।

১১

নয়ন পালটি দেখি সে উদ্যান নাই।
সে সরসী সেই ছবি আর কিছু নাই।
চূর্ণ তুলারাশি প্রায়
শুভ্র জলদের গায়
কুমার কুমারী দুই করে কর ধরে,
দাঁড়ায়ে নিরবে—নেত্রে অশ্রুজল ঝরে।

১২

কুমারীর বধূ বেশ সজ্জিত ভূষণে,
কিশোর লাবণ্য ঢাকা কৌশিক বসনে,
দুই জনে পরস্পরে,
কাতর বদনে হেরে।
অকস্মাৎ চারুচিত্র মিশিল গগনে।
"চেনকি এ দুই জনে?" শুনিনু শ্রবণে।

১৩

চিনিব না! হায় মোর মর্ম্মের ভিতরে
আঁকা আছে ওই চিত্র চিরদিন তরে।
এই যে হতাশ মনে
দাঁড়াইয়া দুইজনে।
দুজনার দুই প্রাণ ভাঙ্গিতে উদ্যত।
কেন কর নেত্রে আর এ চিত্র স্থাপিত।

১৪

অকূল নৈরাশ্য-স্রোতে হতাশ অন্তরে,
ভাসায়ে দিয়েছি প্রাণ ওই করে ধরে,
হৃদয়ের গ্রন্থিচয়
একে একে সমুদয়—
ছিঁড়িয়াছি ওই দিন—হৃদয় আদিত্য
অস্ত গেছে ওই চিত্রে জনমের মত !

১৫

"এই বার দেখ চেয়ে" হৈল দৈববাণী,
অমনি ভাসিল নেত্রে সেই ছবিখানি।
"শৈশবের প্রাণেশ্বর,
দুখিনী বিনোদে ধর"
শূন্য হ'তে পদ-প্রান্তে পড়িল রমণী,
সহসা সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল অমনি।

হিতকরী সভার সাম্বাৎসরিক সম্মিলন উপলক্ষে।

মিলিত বঙ্গের সুত দেশ-হিত সাধনে,
উজলিল সভাতল মরি বঙ্গ-রতনে !

সারঙ্গ গম্ভীরে বাজ, বাজ জোড়ে পাখয়াজ,
উচ্চ তারে তানপূরা গাহরে আমার সনে।
তুষিব পীযুষ ঢালি বঙ্গের সুধীর গণে

ভাগ্যবতী তুমি উত্তর নগরি,
তাই এ রতনে দীপ্ত তব পুরী।
জাহ্নবী গরভে ঢাকা ছিলে বনে,
এ সৌভাগ্য তব কে ভাবিত মনে।

এ চারি সন্তান তব লভিলে কি শুভক্ষণে!
ভ্রাতৃদ্বয় জয় বিজয় প্যারী বামাচরণে।

পুত্ররাজকৃষ্ণ দয়ার জলধি,
বদান্য তাহার নাহিক অবধি।
সুধু তাই কেন প্রত্যেক সন্তানে
দেশ-হিতে রত অবিচল মনে,

হেন পুত্রগণ যার, ভাগ্যবতী সে নগরী,
ভূতলে অতুল ধাম, জগতে সে স্বর্গপুরী।

ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠ প্যারি কোথাহে এখন,
ফাটে বক্ষ তোরে করিয়ে স্মরণ!
বৎসরান্তে এই শুভ সম্মিলন,
ইথেও তোমার হবে না মিলন!

যেই হিতকরী-সভা সংস্থাপিলে যতনে,
মিলিতে নারিলে ভাই তারি শুভ মিলনে।
সৃজিলে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিলে না নয়নে,
সুধু ক্লেশ সুধু শ্রম সহিলে হে জীবনে।
কাঁদরে মৃদঙ্গ সকরুণ স্বরে,
কাঁদ পাখোয়াজ সে প্যারীর তরে,
কাঁদ তানপূরা কাঁদরে হারমিন্,
কাঁদ শিশু যুবা কাঁদরে প্রবীণ।
তরুলতা পশুপক্ষী কাঁদমিলি সর্ব্বজনে.
কাঁদলো জাহ্নবি আজি উথলি আমার সনে।
মুছি নেত্র-জল পুন দেখরে নয়ন তুলি,
ওইযে সোদরগণ রয়েছে সভা উজলি।
বাজরে বাদিত্র আনন্দেতে পুন,
ডাক জগদীশে ডাক ঘন ঘন।
ছিল ক্ষুদ্র পল্লী হয়েছে নগরী,
কিছু দিন পরে হবে স্বর্গপুরী।
হারমিন পাখোয়াজ, বাজ মিলি উচ্চতানে,
দীর্ঘজীবী করি বিধি রাখুন এ ভ্রাতৃগণে।

—

পুষ্পমালা উপহার পাইয়া।

১

বড় ভাগ্যবান্ আজ করিলে আমারে।
এ কুসুম দাম মম পারিজাত হার,
রত্নের অধিক যত্নে রাখিব ইহারে,
আশার অধিক সখি তব উপহার।

২

আপনি কুসুম রাশি করিয়া চয়ন,
গেঁতেছ এ পুষ্পহার শোভিতে যাহায়,
কত ভাগ্যবান হায় আজ সেই জন,
কি বলিব সে কথা যে বলিবার নয়।

৩

নশ্বর এ পুষ্পহার শুকাবে দুদিনে,
হৃদয় করিয়া শূন্য ভূতলে খসিবে,
এ সুখের স্মৃতি কিন্তু জাগ্রতে স্বপনে,
চির দিন নিরন্তর হৃদয়ে জাগিবে।

৪

প্রীতি উপহার কিন্তু কি দিব তোমায়,
কি দিয়া হইবে তৃপ্তি আছে কিবা ধন,

ঢালিয়া দিলাম সখি সমস্ত হৃদয়,
সঁপিনু তোমায় মম স্বাধীন জীবন।

৫

তবু কি হইল—না না তবু তৃপ্ত নয়,
দাতার(ই) হয় জয় গ্রাহকের লাঞ্ছনা
উপহার তুচ্ছ—কিন্তু সেই যে হৃদয়,
সে বড় অমূল্য ধন কি তার তুলনা।

৬

এ কুসুমদাম এত হ'ত কি সুন্দর,
যদি না হইত ইহা তব উপহার ?
গন্ধে আমোদিত এত হ'ত কি অন্তর,
যদি না থাকিত ইথে সৌরভ তোমার ?

৭

আশার জলধি ইহা স্মৃতির দর্পণ,
যত দেখি চিত্ত তত হয় আমোদিত।
নিভৃত চিন্তার ভাষা মনের নয়ন,
এ কুসুমদামে যেন সকলি নিহিত।

৮

যা পেয়েছি পুষ্পহারে অমূল্য সে ধন,
অমূল্য সে দৃষ্টিসুধা, অমূল্য সে হাঁসি,

তোধিক মূল্যবান সে অমূল্য মন,
তোধিক সুধাপূর্ণ সে বচনরাশি।

আমিত উন্মাদ নই, উন্মাদ জগৎ।

১

দেখ না তুলিয়া আঁখি জগতের পানে,
কোথা মাদকতা নাই, কে নহে পাগল।
গগণে ভূতলে জলে লতায় পাতায় ফলে,
তোমার মতন কার হৃদয় অচল ?
হৃদয় বিহীন হেন, জীব জন্তু আছে কোন ?
পাষাণ হৃদয় শৈল তাহাও বিহ্বল,
উচ্চ শিরে চুম্বিতেছে নীল নভস্তল।

২

কে নহে উন্মাদ দেখ সম্মুখে তোমার ?
চঞ্চল হৃদয়া ওই ভীম পারাবার,
তরঙ্গে তরঙ্গে কত, আলিঙ্গন অবিরত,
কত প্রেম কত সুখ তরঙ্গে উহার।

কি সুখে উন্মাদ সিন্ধু   তুমি বুঝিবেনা কিন্তু,
তরঙ্গে তরঙ্গে ওই চিত্ত বিনিময়,
বুঝিবে না ওই প্রেম কত সুধাময়।

৩

বুঝিবে না তুমি কেন বিকচ কমল,
সরসী হৃদয়ে ভাসি করে টল মল।
পরশি লিল্লোল কেন,   উল্লাশে লুটায় হেন,
বুঝিবে না কেন এত হইয়া চঞ্চল,
উলটি পালটি চুম্বে সরসীর জল।
নিরব সরসী জল   নিরব জড় কমল,
পরশনে তবু মত্ত হৃদয় যুগল!

৪

কেন গগনের বক্ষে ওই সৌদামিনী,
নাচে ঘন ঘটা করি যেন উন্মাদিনী।
নিলীম মেঘের গায়,   কি সুখে মিশায়ে রয়,
বিকাশে মধুর হাঁসি বিশ্ব-বিমোহিনী।
দামিনী চাপিয়া বুকে   মেঘ মন্ত্রে কত সুখে,
বুঝিবে না এক অঙ্গে হলে পরিণত,
প্রেমিকের দুই চিত্তে উঠে সুখ কত।

৫

সেও প্রেম এত প্রেম গভীর উভয়,
মাদকতা-শূন্য প্রেম গভীর কোথায় ?
অন্তরে যে স্রোত বহে, ঢাকিলে কি চাপা রহে,
যে খানে অনল দেখ পবন সেথায়,
যে খানে প্রণয় সেথা পাগল হৃদয়।
দুএক নরের চিত্ত, জড় পাদপের মত,
কেবল প্রেমের স্রোত করিতেছে পান,
তথাপি নাহিক হৃদে একটি তুফান।
উহাও ত প্রেম—সত্য উহাও প্রণয়,
প্রেবেশিয়া দেখ কিন্তু উহার হৃদয়।
অতলস্পর্শীয় প্রায়, প্রকাণ্ড শূন্যতা তায়,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে প্রেম পশিছে অন্তরে,
কচিৎ কখন মৃদু হিল্লোল উপরে।
ডাকিয়া গোপনে তারে, বল সত্য কহিবারে
প্রাণের ভিতর তার বুঝিবে কি করে ?

৭

নহে সে সংসারে সুখী—জীবন তাহার
জ্ঞানের কণ্টকাকীর্ণ—সুধু যন্ত্রণার।
জীবনের মোহ জলে, পরিক্লান্ত দেহ ঢেলে—
যুড়াতে হৃদয় শিক্ষা হয় নাই তার,

সুধু উদ্দেশ্য সাধনে, জীবন কণ্টক-বনে,
শুষ্ক চিত্তে শূন্য বক্ষে করিছে ভ্রমণ,
উদ্বেলতা চিত্তে তার নাহিক কখন।

৮

সে সুখী কি আমি সুখী ভাব একবার।
পাগল আমার কিম্বা হৃদয় তাহার।
অনুভূতি প্রাণহীন, হাঁসি কান্না দুই ক্ষীণ,
প্রবৃত্তি প্রবীণ—হেন হৃদয় যাহার,
কি সুখ সংসারে আছে বুঝি না তাহার।
শুষ্ক কণ্ঠে আজীবন মরুক্ষেত্রে পর্য্যটন,
অতৃপ্ত জীবনে শেষে বিয়োগ আত্মার।

কুলীন কামিনী।

(স্থান—নদীতীর; সময়—সন্ধ্যা।)

১

কি দুখে তটিনি! তুমি হেন শুষ্ক বেশে
করুণ সঙ্গীত তুলি, শৈলময় দেশে?
ললিত লহরী হায়,
বিষাদে মিশায়ে যায়,

সরস যৌবন মরি বিশুষ্ক এমন
কোন্ দুখে বল নদি এতেক বেদন !

২

হায় জানিতাম আমি অনন্ত সংসারে
একা অভাগিনী সুধু পাষাণে বিহরে,
শুষ্ক সুধু এই প্রাণ,
গায় বিষাদের গাণ,
লুকায়ে মরম জ্বালা কাঁদি নিরজনে।
একা অনাথিনী আমি অখিল ভুবনে !

৩

তুমিও যে তটিনী রে আমারই মতন,
পাষাণে চাপিয়া বক্ষ কর সন্তরণ,
নির্দ্দয়ের পদতলে,
লুটাই নয়ন জলে,
নিষ্ঠুর গিরির পদে তুমি অভাগিণী !
লুটাইছ তরঙ্গিনি দিবস যামিনী।

৪

এস সখি তুমি মম দুখের সঙ্গিনী,
এক দুখে দুই জনে সম অভাগিনী,

বসিয়া তোমার কূলে,
প্রাণের কবাট খুলে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে ভরিয়ে অন্তর,
যতক্ষণ থাকি এই অবনী-উপর।

৫

সখিরে বরষা এলে কিছুদিন তরে,
আদরে তুলিয়া তোরে গিরি বক্ষে ধরে,
কিন্তু সখি অনাথারে,
মুহূর্ত্তেক স্নেহ করে,
নাহি হেন প্রাণী এক এ জগতীতলে,
কে মুছাবে বল এই নয়নের জলে!

৬

সামান্যা রমণী আমি অনন্ত সংসারে,
কোন্ দুখে কাঁদি সদা কে সন্ধান করে,
মাংসভেদী তীব্র দুখে,
কি বেদনা বাজে বুকে,
কে বুঝিবে বল নদি আছে কোন জন,
বলিলে বুঝিতে পারে পরের বেদন।

৭

সমাজের মুখে ছাই শ্রবণ-বিহীন,
বিধির নয়ন নাই—হৃদয় কঠিন।

বল তবে কার পাশে
যাইব স্নেহের আশে,
হৃদয়-বিহীন নরে নাহিক বিশ্বাস,
মৃগতৃষ্ণিকায় কার সলিল প্রয়াস?

৮

প্রান্তরে প্রান্তরে কিম্বা শশ্মানে শশ্মানে,
শুষ্ক নদী তটে শুষ্ক লতার বিতানে,
ফেলি নয়নের জল,
হই কিছু সুশীতল,
নির্দ্দয় মানব জাতী বুঝে কি কখন,
কি সুধার নির্ঝরিণি রমণীর মন?

৯

আবদ্ধ প্রেমের সিন্ধু হৃদয় ভিতরে,
উথলে নিরাশাকাশে মেঘখণ্ড হেরে,
মুছিয়া নয়ন জল
করি তায় সুশীতল,
বিষাদে তোমারি মত মিশায় লহরী,
ভেসে যায় মেঘ থাকি দৃষ্টিরোধ করি।

১০

কত দিন কত বার হৃদয়ের তার
সহসা বাজিয়া উঠে, কিন্তু স্পর্শ কার

জানি না, নিবারি তারে
ভাসে বক্ষ নেত্রাসারে,
জ্বলে উঠে হৃদয়ের নির্ব্বাণ অনল,
ক্ষত মনে ক্ষত প্রাণে পুড়ি অবিরল।

১১

এই পরিণাম হায়—সেই চির আশা!
অন্তরেই শুকাইল—সেই ভালবাসা!
কেন তবে জন্মিলাম
নাহি যদি লভিলাম
সুধাময় প্রণয়ের বিন্দু আস্বাদন!
উদ্বাহ বন্ধনে বাঁধি কেন বিড়ম্বন!

১২

নির্দ্দয় প্রাণেশ কোথা এস এক বার,
দেখে যাও প্রণয়ের অন্ত্যেষ্ঠি আমার,
বালে—পরিণয়-কালে
যে সিন্দূর দিলে ভালে,
আজি নদী-জলে সেই সিন্দূর ভাসিল,
(গণ্ডুষে তুলিয়া জলে কপাল ধুইল)।

১৩

খুলি লৌহ "কড়" খুলি বাহুর ভূষণ,
সধবার যত চিহ্ন করি উন্মোচন,

নিক্ষেপিয়া নদী-জলে,
কহিলেক অশ্রু-জলে,
"কোথা আছ প্রাণেশ্বর দেখ একবার,
সধবার বৈধব্য হইল আবিষ্কার।"

১৪

ডুবিল নদীর জলে সুবর্ণ ভূষণ,
সিন্দূরের আভা ক্রমে হৈল অদর্শন,
তটিনী তরঙ্গ তুলে,
আঘাতি উভয় কূলে,
চলিল গাহিয়া উচ্চে "দেখ একবার
সধবার বৈধব্য হইল আবিষ্কার।"

১৫

তরুদলে পত্র কোলে নিথর পবন,
হেরিল নদীর বক্ষে ডুবিল ভূষণ,
কুসুম সৌরভ ভুলি,
গভীর সঙ্গীত তুলি,
ছুটিল নদীর সঙ্গে গাহি অনিবার,
"সধবার বৈধব্য হইল আবিষ্কার।"

১৬

নির্ম্মল গগনে মেঘ সহসা ছাইল,
তটিনী ভূধর তরু আঁধারে ঢাকিল,

অনলের মত ফুটে,
বিদ্যুত চলিল ছুটে,
গম্ভীরে গম্ভীরে করি ভীষণ ঝঙ্কার,
"সধবার বৈধব্য হইল আবিষ্কার।"

১৭

ঢাকি মেঘ গরজন রমনী কহিল,
"জনমের মত দাসী বিদায় হইল,
কে আছ রমণী-কুলে
বাঁধা কৌলিন্য শৃঙ্খলে,
এস এক সঙ্গে করি শৈকতে শয়ন,"
রমণা নদীর বক্ষে হইল পতন।